CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-191 ■ 20 April, 2025 ■ আগরতলা ২০ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ৬ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলায় না, ককবরক ভাষায় হরফ রোমান ছাড়াও দেবনাগরিতে আপত্তি নেই ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। ককবরক ভাষায় হরফ রোমান ছাড়া দেবনাগরী হোক, তাতে আপত্তি নেই প্রদ্যোতের। কিন্তু বাংলা হরফ ককবরকের জন্য কিছুতেই মেনে নেবেন না তিনি। সাথে আইপিএফটি-কেও এবিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে প্রতিবাদী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সাথে ২০২৮ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এই ইস্যুর স্থায়ী সমাধান না হলে জোট শরিক বিজেপি-কে কার্য্যত হুশিয়ারি দিয়েছেন প্রদ্যোত। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আঠাশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাথে জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে তিপরা মথা। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ককবরক সাহিত্য পরিষদের প্রস্তাব ঘিরে আজ সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে এভাবেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন প্রদ্যোত।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে ককবরক ভাষা রোমান হরফ ব্যবহারের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ককবরক সাহিত্য পরিষদ মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহাকে ভারতের সংবিধানের ৮ম তফসিলে ককবরক ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা সহ ককবরক ভাষা দেবনগরী অথবা বাংলা লিপিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। পাশাপাশি, ওই চিঠিতে আরও লেখা ছিল ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ককবরক অন্যতম প্রাচীন এবং বহুল ব্যবহৃত ভাষা। এটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রকাশ, ইতিহাস এবং পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও, ভাষাটি এখনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি যা জাতীয় পর্য্যায়ে এর সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং প্রচারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার ফলে, ভাষা সংরক্ষণের বর্ধিত সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করবে। এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহকারে বিবেচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছে ককবরক সাহিত্য পরিষদ।

তাতেই, চটে লাল হয়ে গেছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। আজ সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে তিনি বলেন, ককবরক ভাষার হরফ যদি রোমান বাদে দেবনাগরীতে নেওয়ার প্রস্তাব জানানো হতো তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু বাংলা হরফ বেছে নেওয়ার প্রস্তাবেই আমার আপত্তি রয়েছে। তিনি বলেন, ককবরক সাহিত্য পরিষদ মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ককবরক ভাষায় হরফ বাংলা কিংবা দেবনাগরিতে হোক, এমন প্রস্তাব দিয়েছে। সাথে তাঁরা ককবরককে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হোক চাইছে। তাতে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু, বাংলা হরফের প্রস্তাবে আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি, হুশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, ককরবক সাহিত্য পরিষদ ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এতই যদি বাংলা হরফ বেছে নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, তাহলে ককবরক ভাষার রোমান হরফ ব্যবহারের দাবির আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন কি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্টের সভায় সুদীপ

বিজেপি সংবিধানকে মানে না বলেই সংসদে শাহের কুরুচিকর মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন দলের প্রবীণ নেতা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, "সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখা দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সাংবিধানিক দায়িত্ব। যারা সংবিধান প্রণেতা ড. বি. আর. আম্বেদকরের

অবমাননা করছে, তারা মনুস্মৃতিতে বিশ্বাসী। তাদের চিন্তাভাবনা এখনো মধ্যযুগে আবদ্ধ।" তিনি অভিযোগ করে বলেন, "বিজেপি দেশের সংবিধানকে মানে না বলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে ড. আম্বেদকর সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার সাহস পেয়েছিলেন। বর্তমান শাসকদল গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করছে, যা এই সংবিধান দেশের জনগণকে দিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "সংবিধান রক্ষার্থে দেশের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মের নামে বিবাদ, আঞ্চলিক সংঘাতএসব যেন না হয় তা নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব। দেশের সাধারণ মানুষকে সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে।"

প্রিয়জনের স্মৃতিতে গাছ লাগানোর আহ্বান বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী মডেল গ্রামের অন্তর্গত "স্মৃতিবন" প্রকল্পের অধীন প্রিয়জনের স্মৃতিতে বৃক্ষ রোপন করা চারা গাছটি পরিদর্শনে মান্দাইয়ে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ২০২০ সালে রাজ্যের চারটি জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী মডেল গ্রামের অন্তর্গত "স্মৃতিবন" প্রকল্প সূচনা হয়েছিল ন যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পূর্বপুরুষ বা প্রিয়জনেদের স্মৃতিতে চারা গাছ রোপনের পাশাপাশি বৃক্ষ রোপনে সবাইকে উৎসাহীত করা এবং সাবুযায়নে গতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে হাসিনা

বাংলার কৃষকরাই দেশের জমিনকে সোনালী ফসলের জন্য প্রস্তুত করছে

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। বাংলার কৃষকেরাই শত প্রতিকূলতায়ও বাংলাদেশের জমিনকে সোনালী ফসলের জন্য প্রস্তুত করেছে। আজ বাংলাদেশ কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমনটাই বলেছেন।

শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল কৃষকদের সংগঠিত করা, তাদের অধিকার আদায় এবং দেশের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কৃষক লীগ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে।"

তিনি বলেন, "কৃষকরা দেশের খাদ্য উৎপাদনে প্রধান চালিকাশক্তি। তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সংরক্ষণ জরুরি। কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়।"

বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলার মাটিতে কৃষকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস বহু পুরনো।

উপনিবেশবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা যুগে যুগে বিদ্রোহ করেছে। অনেক নির্যাতন সহ্য করেও তারা পিছিয়ে যায়নি। তাদের মনোবল সবসময় আকাশচুম্বী ছিল। বাংলার কৃষকেরাই শত প্রতিকূলতায়ও এই দেশের জমিনকে সোনালী ফসলের জন্য প্রস্তুত করেছে।"

তিনি বলেন, "নগর সভ্যতা যতই বিকশিত হোক না কেন, কৃষকদের অবদান ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। কৃষকদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাকে রাজনীতির মূল দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষক লীগের প্রতিটি নেতাকর্মীকে কৃষকের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে।"

বিবৃতির শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের সকল নেতাকর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু সবজি ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক সবজি ব্যবসায়ীর। আজ সকালে মর্ডান ক্লাব সংলগ্ন এলাকার সানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, স্থানীয়রা ঘাতক গাড়িটি আটক করে। কিন্তু গাড়ির চালক ঘটনাস্থলে থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋন পরিশোধ না করায় বাড়ি ক্রোক করতে গিয়ে আক্রমণের মুখে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল।। ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় বাড়ি ক্রোক করতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়লেন ব্যাংক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ননজলা এলাকায়।

জানা গেছে, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড থেকে ২০২১ সালে পাঁচ গন্ডা জমির ভিত্তিতে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন ইসমাইল মিয়া ও রূপ মিয়া। কিন্তু ঋণ পরিশোধে তারা বারবার তালবাহানা করায়, ব্যাংকের তরফ থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় জমি ক্রোকের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

শনিবার দুপুরে ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট সৌরদ্বীপ দেবনাথ, পুলিশ বাহিনী ও ব্যাংকের প্রতিনিধিরা নিয়ে ইসমাইল মিয়ার বাড়িতে যান জমি দখল করতে। কিন্তু বাড়ির একাংশ সদস্যরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং ডিসিএম সহ পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ দেখান।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও প্রশাসন শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং বাড়ির জমিতে ক্রোক সংক্রান্ত নোটিশ টাঙিয়ে দেন।

জানা যায়, ঋণ নেওয়ার পর একাধিকবার তাগাদা দিয়েও টাকা ফেরত না পাওয়ায় এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ডম্বুর ও রুদ্রসাগরে সি-প্লেন পরিষেবা

রাজ্যে পর্যটন ব্যবস্থাকে আকর্ষনীয় করতে নতুন পন্থা অবলম্বন ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।এই পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা চালু হলে তা নিশ্চিত ভাবেই অভিনব উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আজ সচিবালয়ের এক নং ভিডিও কনফারেন্স হলে সি-প্লেন পরিচালনার বিষয়ে মেরি টাইম এনার্জি হেলি এয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে

অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। সভায় পর্যটন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার পর্যটন ব্যবস্থাকে আকর্ষনীয় করতে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা শুরু হলে পর্যটকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হবে। রাজ্যে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। মূলত সভায় ডম্বুর জলাশয়ে এবং রুদ্রসাগরে এই সি-প্লেন পরিষেবা চালু নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকের শুরুতে মেহের কোম্পানির অধিকর্তা সিদ্ধার্থ ভার্মা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির বর্তমান চলতি পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অধিকর্তা জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যথা মহারাষ্ট্র, গোয়া, আন্দামান-নিকোবর ইত্যাদি রাজ্যে তাদের পরিষেবা চালু রয়েছে। এই পরিষেবা চালু করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পর্যটনের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা। এতে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়। পর্যটন মন্ত্রী সংস্থার অধিকর্তাকে ডম্বুর এবং নীরমহলে এই সি-প্লেন পরিষেবা চালু করার প্রস্তাব দেন এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার নিয়ম ও নিয়োগনীতি মেনে চাকরি প্রদান করছে ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। বর্তমান রাজ্য সরকার টি.পি.এস.সি, জে.আর.বি.টি. বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে সরকারি চাকরি প্রদান করছে। গত ৭ বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্য সরকার সরকারি নিয়ম ও নিয়োগনীতি মেনে চাকরি প্রদান করছে। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আজ গোর্খাবস্তিস্থিত খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের কনফারেন্স হলে নতুন ১১ জন স্মল সেভিংস ইনস্পেক্টরের মধ্যে অফার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। টি.পি.এস.সি-র মাধ্যমে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই ১১ জনের মধ্যে সাতজন যুবক ও ৪ জন যুবতী রয়েছেন।

আজ উপস্থিত ৮ জন যুবক-যুবতীর মধ্যে অফার বিলি করা হয়। পরে ৩ জনকে দেওয়া হবে। স্মল সেভিংস গ্রুপ ইন্সটিটিউশন এবং ইন্সটিটিউশনাল ফিনান্স দপ্তর এই অফার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন দপ্তরে যে শূন্যপদ রয়েছে তা পূরণের জন্য সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে। তিনি বলেন, স্মল সেভিংস দপ্তর রাজ্য সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই দপ্তর সঞ্চয় যাতে বাড়ে তার কাজ করে। সিডি রেশিও বাড়লে আমরা বুঝবো ব্যাঙ্কগুলি বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করছে। ফলে রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে রাতে মারধরের অভিযোগ কমিশনারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির প্রতি অমানবিক আচরণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সোনামুড়া নগরের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের কমিশনার রাকেশ ঘোষ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা রাতে সোনামুড়া নগরের একটা দোকান থেকে ঠান্ডা পানীয় কিনে রাস্তায় রাখা কমিশনার বাবুর গাড়ির পেছনে বসে ঠান্ডা পান করছিল কিন্তু সেই সময়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়ির ২টি পঞ্চায়েতের শতাধিক মানুষ

রাস্তার অভাবে রেল লাইনের উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ডের শতাধিক পরিবারের জীবন কাটছে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। যাতায়াতের জন্য নেই কোন পাকা রাস্তা, বাধ্য হয়ে রেল লাইন ধরেই বাজার, স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের।

পথ না থাকায় প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় রেল লাইনের উপর দিয়ে। ইতিমধ্যে রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একাধিক মানুষ। শুধু মানুষ নয়, গবাদিপশুরও মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘতর হচ্ছে।

রাস্তার দাবিতে বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইনেও আবেদন জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু এত অভিযোগ, আবেদন জানিয়েও মেলেনি কোনও স্থায়ী সমাধান। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্বাধীনতার এত বছর পরেও তারা একটুকরো রাস্তাও পায়নি। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। জরুরি পরিস্থিতিতে হাসপাতালে পৌঁছানো কার্য্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই দুই ওয়ার্ডের মানুষ একমাত্র দাবিই তুলেছেনঅবিলম্বে পাকা রাস্তার ব্যবস্থা হোক। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

এক কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। গোপন খবরের ভিত্তিতে আট নং আসাম আগরতলার জাতীয় সড়কের নাকা পয়েন্টে একটি ট্রাক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৪৫ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সাথে ট্রাক চালককে আটক করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। ওই বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হবে। ঘটনার বিবরণে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ২৩ এপ্রিল ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। আগামী ২৩ এপ্রিল এবছরের ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত এ বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা আগামী ২৩ এপ্রিল ২০২৫ বুধবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এ বছর মোট ৫২৯৬ পরীক্ষার্থী রাজ্যের ১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করেছে। এদের মধ্যে ২৫১৫ জন ছাত্র এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের উচু বাঁধ নির্মাণ ঘিরে বানভাসীর আশঙ্কা বিলোনীয়াবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ এপ্রিল।। বাংলাদেশের উচু বাঁধ নির্মাণের ফলে বর্ষার জলে বানভাসি হবে বিলোনিয়ার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ শতাধিক পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বাংলাদেশ অনৈতিকভাবে উচু বাঁধ নির্মাণ করেছে। তাতে ভারী বৃষ্টিপাতে বিলোনিয়ায় ভয়াবহ পরিনতির আশঙ্কা রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বর্ষার জলে বানভাসি হবে বিলোনিয়া শহরের সংলগ্ন মুহুরি নদীর উত্তর পাড়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র নগর এবং ঈশান চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ শতাধিক পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ। কারণ উত্তর বিলোনিয়া, বল্লামুখা এলাকার সীমান্ত সংরক্ষিত ভূমি অর্থাৎ নো ম্যানস ল্যান্ডে আন্তর্জাতিক সীমান্ত চুক্তি অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশ সরকার তাদের এলাকায় ভারতীয় সীমান্তের কোথাও ৫০ গজ আবার কোথাও ১০ গজেরও কম এলাকায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টির জল নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ এপ্রিল।। বৃষ্টির জল নিয়ে সামান্য বিরোধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিলো চড়িলাম আড়ালিয়া এলাকায়। শনিবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা এলাকা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, শনিবার সকালে এলাকায় বৃষ্টির জল একটি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে আসছিলো হান্নান হোসেনের বাড়ির দিকে। অভিযোগ, প্রতিবেশী সোহেল আলমের বাড়ি থেকে দ্রুত বেগে আসা বৃষ্টির জল বারবার হান্নান হোসেনের বাড়িতে ঢুকে পড়ছিল। এতে বিরক্ত হয়ে হান্নানের মা পেয়ারা বেগম জল আটকে দিতে একটি বাঁধ দেন। আর এই বাঁধ দেওয়াকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট হয় সংঘর্ষ।অভিযোগ অনুযায়ী, বাঁধ দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে সোহেল আলম, দিদার হোসেন, ময়নাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২০ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
৬ বৈশাখ, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংশয়

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়কে অপহরণ করিয়া খুনের অভিযোগে প্রবল শোরগোল পড়িয়াছে। ইউনূস জমানায় ওপার বাংলায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ উঠিয়াছিল অতীতে। এই ঘটনায় ফের একবার অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়া প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। এ বার এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিল ভারতও।বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ‘পরিকল্পনা মাফিক নির্যাতন’ করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ওপার বাংলার হিন্দু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর খবর সামনে আসিবার পরে এক্স হ্যান্ডলে তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করিয়াছেন। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়ের অপহরণ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগের সঙ্গে আমরা নজর রাখছিলাম। এই হত্যাকাণ্ড অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের অন্যতম উদাহরণ। আগেও এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীরা মুক্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে তাহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়ায়ে দিয়াছে বিদেশ মন্ত্রক। রণধীর জয়সওয়াল লিখিয়াছেন, ‘এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আবারও অন্তর্বর্তী সরকারকে স্মরণ করাইতেছেন, কোনও অজুহাত না দিয়া বা পক্ষপাতিত্ব না করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের রক্ষা করিবার দায়িত্ব যেন তাহারা পালন করেন।ভারতের এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ভারতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়া বড় বড় কথা বলিয়াছিল বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। পাল্টা ঢাকাকে অবশ্য ঘর সামলানোর বার্তা দিয়াছিল দিল্লি। এরই মধ্যে বাংলাদেশের দিনাজপুরের বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা ভবেশচন্দ্র রায় (৫৫)-এর মৃত্যু ঘিরিয়া শোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বাড়ি থেকে তুলিয়া নিয়া গিয়া খুন করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ।বাংলাদেশে আক্রান্ত হইয়াছেন হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুরা। তাহাদের বাড়ি, দোকানে হামলা চালানো হইয়াছে। এই নিয়া আগেও উদ্বেগ জানাইয়াছিল ভারত। এ বার উদ্বেগ প্রকাশ করিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তাহাদের অভিযোগ, বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীরা হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালানো হইতেছে। তাহার পরেও কোনও ব্যবস্থা নিতেছে না ইউনূসের সরকার। এটাই সব থেকে উদ্বেগের বিষয়। এই নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকেও আবেদন জানাইয়াছে তাহারা।গত বছর অগস্ট মাসে পতন হয় শেখ হাসিনার সরকারের। তার পরেই বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গঠন করা হয় অন্তর্বর্তী সরকার। তখন থেকেই হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ। এখনও সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা এবং নির্যাতন বন্ধ হয়নি।

যদিও ধর্মীয় কারণে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছিল মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের দাবি, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে সব হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ধর্মীয় কারণে নয় এবং সেগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর যে হামলা চলিয়াছে তাহা নিয়া উদ্বিগ্ন আরএসএস।

মুর্শিদাবাদে রাজ্যপালের সফরের মধ্যেই বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। দেখা করলেন নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তাঁকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তিনি বাড়ি থেকে বেরতেই তাঁকে ঘিরে এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প করার দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে দাবি জানাতে থাকেন স্থানীয়রা। বিষয়টি রাজ্যকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। এদিকে এই দিনেই সেই জেলার বেতবোনা গ্রামে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের কথা রাজ্যপালকে বলতে দেওয়া হয়নি। সেখানে পুলিশ তাঁকে দাঁড়াতে দেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত শিশু

নদিয়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক বছর দুয়েকের শিশুর। ওই শিশুটিকে পিষে দেয় একটি বেপরোয়া ট্রাক। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার হাঁসখালিতে। জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম উর্মি বিশ্বাস। স্থানীয়দের দাবি, ট্রাকটি বেপরোয়া গতিতে চালানো হচ্ছিল। ওই গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডাম্পারের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু, ১৪ জন আহত

রায়বেরেলি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি জেলায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে মলিনকা পুরোয়ার কাছে একটি গাড়িকে ডাম্পারের ধাক্কা দেয়। এতে এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং এক শিশু সহ ১৪ জন আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , গাড়িটি আমেঠী জেলার শিবপুর থেকে হরচন্দপুরের ডিডৌলি গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর ডাম্পার চালক পালিয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, যেখানে এক মহিলাকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বাড়ির তালা ভেঙে গাড়ি চুরি করে পালাল চোররা

শিমলা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার জুব্বল থানা এলাকায় চোরেরা একটি বন্ধ বাড়ির তালা ভেঙে গাড়ির চাবি চুরি করে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। বাড়ির মালিক ফিরে এসে দেখেন গাড়ি এবং চাবি উধাও। পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং গাড়িটি রোহড়ু অঞ্চলের একটি নির্জন রাস্তায় খালি অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ চোরদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল দিল্লি-এনসিআর, কাশ্মীর

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): ফের কেঁপে উঠল কাশ্মীর এবং দিল্লি-এনসিআর। শনিবার আফগানিস্তান সীমানায় ভূমিকম্প হয়। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৮ ম্যাগনিটিউড। আর সেই কম্পনের আফটার শকেই কেঁপে উঠল দিল্লি-এনসিআর এবং কাশ্মীর। পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ১২টা বেজে ১৭ মিনিটে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্ত। ভূমিকম্পের উৎস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ওই অঞ্চলকেই। ভূগর্ভের ৮৬ কিলোমিটার গভীর থেকে ছড়িয়ে পড়ে কম্পন।

বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গেলে কী করবেন

মলি গোরম্যান

তখন ২০১৯ সাল, বসন্ত চলছে। সেই সময় আমি প্রথমবারের মতো আমার একটা বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দেই। সেটি শেষ হয় তিক্ত তর্ক, কান্না ও হতাশার মাঝ দিয়ে। এরপর থেকে আমরা আর কখনও কথা বলিনি।

সেই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যাওয়ার বেদনা আমি অনেকদিন বয়ে বেড়িয়েছি। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে আমার তার কথা মনে পড়ে। ভাবি, আমরা কি আবার কখনও যোগাযোগ করবো? তবে, এখন আমি এই অনিশ্চয়তার সঙ্গেও মানিয়ে নিয়েছি। তবে যতদিন বন্ধুত্ব ছিল, সেটা দারুণ ছিল। মজার বিষয় হলো, এই ঘটনার ঠিক পাঁচ মাস পর আমার প্রথম প্রেমের সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সেটি নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে তুলনামূলক সহজ লেগেছিল। কারণ সিনেমা, গান, আর বইয়ের মাধ্যমে প্রেমের বিচ্ছেদ সম্পর্কে আমি অনেক কিছু দেখেছি বা শুনেছি। আমার ধারণা, সেইসব অভিজ্ঞতা আমাকে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত করেছিল। তাই, প্রেম ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি, বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমরা খুব কমই কথা বলি। প্রেমের সম্পর্কের সমাপ্তি নিয়ে যেমন আলোচনা হয়, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, অন্যান্য সম্পর্কের তুলনায় বন্ধুত্ব নিয়ে গবেষণা খুব কম হয়েছে। অথচ, আমাদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনকে আরও পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব একটি বিশাল ভূমিকা রাখে। ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার সামাজিক মনস্তত্ত্ব গবেষক গ্রেস ভেইথ বন্ধুত্বের ভাঙ্গন নিয়ে কাজ করেন। তিনি বলেন, “মানুষ হয়তো অবাক হবে যে বন্ধুত্ব কীভাবে শেষ হয়! গবেষকরা এখন কেবল তা নিয়ে ভাবা শুরু করেছেন। এই বিষয়ে গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।” মিজ ভেইথ মনে করেন, বন্ধুত্বের সমাপ্তি নিয়ে আলোচনা কম হওয়ার কারণে মানুষ এতে খুব বেশি অনিশ্চয়তায় পড়ে। তারা বুঝতে পারে না যে এই ভাঙ্গনকে তারা কীভাবে সামলাবেন, বা ভাঙ্গনের পর যে আবেগীয় অনুভূতি তৈরি হয়, সেগুলোর সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেবেন। “বন্ধুত্ব শেষ করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ধারা বা নিয়ম নেই,” বলেন মিজ ভেইথ। বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী? আমাদের জীবনের প্রথম সম্পর্ক তৈরি হয় আমাদের বাবা-মা বা যারা আমাদের বড় করেন তাদের সঙ্গে।

“কিন্তু কিশোর বয়সে প্রবেশ করলে, আমাদের গুরুত্ব চলে যায় সমবয়সীদের দিকে। তখন সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আর মর্যাদাই প্রধান হয়ে ওঠে,” বলেন কেইটলিন ফ্ল্যানেরি, যিনি নিউ ইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজ, কোর্টল্যান্ডে মনোবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক।

তিনি বলেন, “বন্ধুরা আমাদের সারা জীবন ধরে নিজেদের পরিচয় গড়তে সাহায্য করে। তারা আমাদের জন্য একধরনের আয়না ও পথপ্রদর্শক। একই সঙ্গে, আমরা তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতিও চাই। এ কারণেই সামাজিক সমর্থন, আনন্দ, আর সঙ্গ পাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব।”

গ্রেস ভেইথ উল্লেখ করেন, বন্ধুত্বের শুরুটা সাধারণত পরস্পরের মধ্যকার মিল এবং একে অপরের কাছাকাছি থাকার ভিত্তিতে হয়। বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ে যেসব গবেষণা করা হয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগই হয়েছে শিশু ও কিশোরদের উপর, কারণ এই বয়সে

বন্ধুত্বের ভাঙ্গন খুব সাধারণ ব্যাপার। মিজ ফ্ল্যানেরির এক গবেষণায় ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৩৫৪ জন উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের ৮৬ শতাংশ জানিয়েছে যে তারা সম্প্রতি কোনও না কোনও বন্ধুত্ব শেষ করেছে। বেশিরভাগই বন্ধুত্ব ভাঙ্গার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে ঝগড়া বা বিশ্বাসঘাতকতা। অন্যরা বলেছে, বন্ধুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন না পাওয়া বা সঙ্গ উপভোগ না করাই বন্ধুত্ব শেষ হওয়ার কারণ। বন্ধুত্ব ভাঙ্গার কারণে উচ্চ মাধ্যমিকের কিশোর- কিশোরীরা বিভিন্ন মিশ্র অনুভূতির মুখোমুখি হয়েছে। তাদের মনে দুঃখ ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তারা কেউ কেউ স্বস্তি বা আনন্দও অনুভব করেছে। এটি নির্ভর করেছে বিচ্ছেদের কারণ, কীভাবে তা ঘটেছে, এবং কে সেই সম্পর্ক শেষ করেছে তার উপর। কিছু ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব একেবারে শেষ না হয়ে “বেস্ট ফ্রেন্ড” থেকে “সাধারণ বন্ধু” পর্যায়ে নেমে আসে। “আমার মনে হয়, এটি মেনে নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ যে বন্ধুত্ব ভাঙ্গাটা জীবনেরই একটি অংশ এবং এটি খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার” বলেন মিজ ভেইথ। “কতজন বন্ধু আছে, তার উপর নির্ভর করে না এটি। বরং বন্ধুরা কতটা কাছের এবং গ্রহণযোগ্য, সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে।” সব বন্ধুত্বের ভাঙ্গন বেদনাদায়ক বা নাটকীয় হয় না। কখনও কখনও সম্পর্ক ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। কয়েক দশক আগে ১৯৮০-এর দশকে এক গবেষণায় ২০ থেকে ২৮ বছর বয়সী ৯০ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে দেখা যায়, একই লিঙ্গের বন্ধুত্ব শেষ হওয়ার পাঁচটি প্রধান কারণ ছিল। সেগুলো হলো— দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, বন্ধুকে আর পছন্দ না করা, যোগাযোগ কমে যাওয়া, অন্য সম্পর্কের (যেমন, ডেটিং বা বিয়ে) প্রভাব, এবং সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে মলিন হওয়া। সাধারণ বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দূরত্ব বেশি প্রভাব ফেললেও ঘনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে কাছের বন্ধুত্বগুলো সাধারণত যোগাযোগের অভাব বা অন্য সম্পর্কের প্রভাবের কারণে শেষ হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, শক্তিশালী বন্ধুত্বগুলো জীবনের এইসব পরিবর্তনের মাঝেও টিকে থাকে। মিজ ভেইথ বলেন, “যখনই আমি কোনও বন্ধুত্বের সমাপ্তি দেখি, সেখানে এমন অনেক দিক পাই যা বন্ধুত্বকে প্রভাবিত করে। কিন্তু পাশাপাশি এমন উদাহরণও অনেক আছে যেখানে জীবনের নানা ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।”

সারাজীবনের বন্ধু'র অন্যদিক বন্ধুত্ব থেকে প্রত্যাশা ও বন্ধুত্ব ভাঙ্গার কারণগুলো লিঙ্গভেদে ভিন্ন হতে পারে। একটি জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ (৬৬ শতাংশ) আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন যে তাদের প্রায় সব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদেরই লিঙ্গের। এই ধারণা পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াকালীন মেয়েদের বন্ধুত্ব সাধারণত মানসিক নির্ভরতা ও ঘনিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তবে ছেলেদের বন্ধুত্ব মূলত বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল। বন্ধুত্ব গঠনের প্রেক্ষাপটেও লিঙ্গভেদে পার্থক্য রয়েছে। নারীরা সাধারণত একাধিক, ঘনিষ্ঠ, একজন বন্ধুর সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক গড়ে তোলে। অন্যদিকে, পুরুষদের বন্ধুত্ব নেটওয়ার্কভিত্তিক হয়। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বন্ধু। ফলে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা তাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে বেশি সময় ব্যয় করে বলে মনে করেন কেইটলিন ফ্ল্যানেরি। এ কারণে নারীদের বন্ধুত্বে ঝগড়া বা বিরোধ হলে তা অনেক বেশি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। মিজ ফ্ল্যানেরি বলেন, নারীরা সাধারণত বন্ধুত্বে বিশ্বস্ততা আর মানসিক সমর্থনের ক্ষেত্রে বেশি উচ্চ মান ধরে রাখে। আর যখন কোনও বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যায়, তখন তারা ছেলেদের তুলনায় বেশি দুঃখ, একাকিত্ব, মানসিক চাপে ভোগে এবং বিষয়টি নিয়ে বেশি চিন্তা করে।” গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা ঝগড়ার পর পুরুষদের তুলনায় বন্ধুর সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে নিতে বেশি সময় নেয়। তাদের রাগও দীর্ঘসময় ধরে থাকে। নারী ও পুরুষভেদে বন্ধুত্ব ভাঙার কারণগুলোও ভিন্ন হতে পারে। মিডওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষদের বন্ধুত্ব বেশি ভেঙে যায় শারীরিক দূরত্বের কারণে। অন্যদিকে, নারীদের বন্ধুত্বে বাধা তৈরি করে ডেটিং বা বিয়ের মতো বিষয়গুলো। বন্ধুত্ব ভাঙ্গা কখন ইতিবাচক হতে পারে? একদিন আমরা আবার কাছাকাছি আসবো, এই আশা নিয়ে কি আমাদের পুরনো বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখা উচিৎ? মিজ ভেইথ ও মিজ ফ্ল্যানেরি বলছেন, তার প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও ছেড়ে দেওয়া ভালো। যেমন, একটি বিষাক্ত (টক্সিক) বন্ধুত্ব শেষ করলে আমাদের ভালো হতে পারে। ‘আমরা অনেক সময় বন্ধুত্বকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখি। সব বন্ধুত্ব কিন্তু আমাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। বেশিরভাগ সময় এর ভালো দিক আছে, তবে আমাদের এমন বন্ধুদেরই বেছে নেওয়া উচিৎ, যারা আমাদের সাহায্য করবে,’ বলেন মিজ ফ্ল্যানেরি। কিছু বন্ধুত্ব আমাদের ভালো অনুভব করায়, আবার কিছু আমাদের ক্লান্ত আর হতাশ করে। তবে বন্ধুত্ব শেষ করার আরেকটি চ্যালেঞ্জ— কাউকে আঘাত না দিয়ে এটি শেষ করা। একটি বিতর্কিত কিন্তু সাধারণ পদ্ধতি হলো ‘ঘোস্টিং’। এটি ডেটিংয়ের জগতে পরিচিত একটি শব্দ। কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক শেষ করতে তাদের থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া হয়, যাতে অপরদিকের মানুষটির মুখোমুখি হতে না হয়। বর্তমানে বন্ধুত্ব শেষ করতেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবকদের ওপর করা এক গবেষণায় জানতে চাওয়া হয়েছিল, তারা কেন তাদের বন্ধুত্ব শেষ করেছে? তাদের বলা কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: বিষাক্ত সম্পর্ক, আগ্রহ হারানো, বিরক্তিকর লাগা, নিজেকে রক্ষা করা এবং কখনও কখনও সীমা অতিক্রম করা। অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সময়কাল দীর্ঘ ছিল। কিন্তু এটি ‘ধীরে ধীরে ঘোস্টিং’-এর প্রবণতাকে আটকাতে পারেনি। অর্থাৎ, তারা হঠাৎ করে সম্পর্ক না ভেঙ্গে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেছে। যারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, তারা “দুঃখিত, হতাশ, আহত” হয়েছে। কিন্তু তবুও তারা এটিকে নিজেদের সুরক্ষার মাধ্যম হিসাবে দেখেছে। তারা মনে করেছে, এই টক্সিক বন্ধুত্বের বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করা হলেও তা শেষমেষ কোনও কাজে আসবে না। তবে মিজ ভেইথ একটি ভিন্ন, সম্ভবত আরও ভালো পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছেন। তা হলো— বন্ধুত্ব বজায় রাখা ও মজবুত করার উপায় শেখা এবং ঝগড়া বা মতবিরোধের মোকাবিলা করা। অনেক মানুষ রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনে করেন, ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়া জরুরি। এটি আমরা স্বাভাবিক মনে করি। কিন্তু বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে আমরা চাই, সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলুক। আর তা না হলে আমরা সহজেই হাল ছেড়ে দিই বলেন তিনি।

‘অনেকেই মনে করেন, বন্ধুত্ব মানেই তা সহজ, আনন্দময়, মজাদার হওয়া উচিত। এটি সত্যি। কিন্তু এর ফলে অনেক সময় ধারণা জন্মায় যে বন্ধুত্বের ঝগড়া মেটানোটা প্রয়োজনীয় নয়।’ রোমান্টিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বে একই ধরনের আবেগীয় অনুভূতি থাকে। যেমন— উষ্ণতা আর আনন্দ। তবে এই দুইয়ের মাঝে একটি বড় পার্থক্য হলো, রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একগামিতা প্রত্যাশা করা হয়। যদিও এটি সংস্কৃতি বা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে বন্ধুত্বে একগামিতার কোনও প্রত্যাশা নেই। ফলে মাঝে মাঝে জটিলতা তৈরি হয়। যেমন, খুব কাছের কোনও বন্ধুর যদি অন্য কোনও খুব কাছের বন্ধু থাকে, তখন ঈর্ষা অনুভব হতে পারে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, অন্য বন্ধুরা থাকলেও আপনার বন্ধুত্ব হুমকির মুখে পড়বে না। বন্ধুত্বের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রচুর সময় আর মনোযোগ নিয়ে থাকে।

একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৬১ শতাংশ আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকা একটি পরিপূর্ণ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অনেক সময়েই বন্ধুরা সেই স্থিতি ও সমর্থন দিতে পারে, যা শুধুমাত্র বিয়েতে পাওয়া যায়। রোমান্টিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ হওয়া এবং পরে ভেবে-চিন্তে আবার একসঙ্গে হওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। তাহলে কি আমরা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলন বা তাদেরকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবতে পারি? মিজ ফ্ল্যানেরি বলছেন, এটি নির্ভর করে বন্ধুত্বের ধরণের ওপর। ‘আমার মনে হয়, কিছু ক্ষেত্রে সেই বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। আবার কিছু ক্ষেত্রে সেটি মিটিয়ে না ফেলাটাই ভালো,’ তিনি বলেন।

‘এটি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আপনি কি সেই বন্ধুত্ব শেষ হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন? সেই সম্পর্ক কি আপনার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে? যদি আপনার মনে হয় যে আপনি সত্যিই সেই বন্ধুত্বকে মিস করছেন, তাহলে সেটি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।’

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং: অ্যান্টিবায়োটিকের মহানায়ক

কাজী আকাশ

একটা আবিষ্কার বদলে দিতে পারে গোটা বিশ্ব। সেই আবিষ্কারের ফল মানবজাতির জন্য বয়ে আনতে পারে সুফল বা কুফল দুটোই। কেউ ভালো কাজ করে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন, কেউবা খারাপ কাজ করে। তবে অনেকটা আকস্মিকভাবে বড় কিছু আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরলই বলা চলে। এই বিরলদেরই একজন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। প্রায় নিজের অজান্তেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন পেনিসিলিন।

৮৮১ সালের ৬ আগস্ট। স্কটল্যান্ডের লকফিল্ড নামে পাহাড়ি এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লেমিং। এক কৃষক পরিবারে। সেই সূত্রে তাঁর বাবা হিউ চাষাবাদ করতেন। মা গ্রেট মর্টন ছিলেন গৃহিণী। আট ভাইবোনের পরিবারে ফ্লেমিং সপ্তম। বাবা হিউয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে ছেলেবেলা কেটেছে ফ্লেমিংয়ের। শৈশবে লাউডাউন মুর স্কুল এবং পরে ডারভেল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবাকে হারান ফ্লেমিং। সংসারে অভাব চেপে বসে। বন্ধ হয় ফ্লেমিংয়ের পড়ালেখা। ১৮৯৪ সালে আবার কিলমার্ন স্কুলে ভর্তি হন ফ্লেমিং। এক বছর পরই স্কুল ছেড়ে চলে যান লন্ডনে, বড় ভাই টমাস ফ্লেমিংয়ের কাছে। টমাস সবে পলিটেকনিকের পড়া শেষ করেছেন। কাজের সন্ধানে লন্ডনে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। কিন্তু কাজ মেলেনি। অনেক কষ্টে পার করেন কিছুদিন। তারপর ১৬ বছর বয়সে জাহাজ কোম্পানিতে ছোটখাটো একটা চাকরি পান।

ফ্লেমিংয়ের বিত্তশালী নিঃসন্তান এক চাচা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় তাঁর। সব সম্পত্তির মালিক হন ফ্লেমিং-ভাইয়েরা। ১৯০১ সালে বড় ভাইয়ের পরামর্শে জাহাজের চাকরিটা ছেড়ে দেন। ভর্তি হন সেন্ট মায়ার্স মেডিকেল স্কুলে। লেখাপড়া শেষে সেন্ট মেরি হাসপাতালে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ফ্লেমিং। কিছুদিন পর আইরিশ নার্স সারা ম্যারিয়ন ম্যাকর্লয়কে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। এরপর চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রতিদিন অসংখ্য আহত সৈনিক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে তাঁদের আঘাতের চিহ্ন। প্রচলিত জীবাণুনাশক ওষুধগুলোতে কোনো কাজ হচ্ছে না। মারাত্মক ক্ষত সারাতে অক্ষম সেগুলো। তাই চোখের সামনে এসব দেখে চিকিৎসক ফ্লেমিং অনুভব করলেন শক্তিশালী কোনো ব্যাকটেরিয়ানাশকের প্রয়োজনীয়তা। ১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

১৯২১ সালের ঘটনা। কিছুদিন ধরেই ফ্লেমিংয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। একদিন প্লেটে জীবাণু নিয়ে কাজ করছেন। হঠাৎ হাঁচি দিলেন। প্লেটটা সরানোর আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি গিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। পুরো প্লেট গেল নষ্ট হয়ে। রাগে প্লেটসহ টেবিল থেকে দূরে ফেলে রাখলেন। নতুন প্লেট নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

পরের দিন ল্যাবরেটরিতে এসেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আগের দিনের প্লেটভর্তি জীবাণুগুলো নেই। ব্যাপার কী! তখনই আগের দিনের সর্দির কথা মনে পড়ল। তিনি ভাবলেন, হয়তো সর্দির কারণেই মারা গেছে জীবাণুগুলো। এরপর কয়েক দফায় প্লেটে সর্দি ফেলে পরীক্ষা করলেন। প্রতিবারই জীবাণুগুলো মারা যেতে দেখা গেল। তিনি জানতেন, মানুষের লালারস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সর্দিও যে একই কাজ করতে পারে, তা জানা ছিল না তাঁর। এরপর তিনি চোখের পানি, থুতু ইত্যাদি নিয়েও পরীক্ষা করলেন। নিশ্চিত হলেন, এগুলোরও জীবাণুনাশী ক্ষমতা আছে। ফ্লেমিং নিশ্চিত হলেন এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের উপাদান। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম। গ্রিক শব্দ লাইস গেল। ১৯২৭ সালে ফ্লেমিং স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে লাইসোজাইম আবিষ্কারের জন্য পরিচিতি বেড়েছে তাঁর। ১৯২৮ সাল। আগস্ট মাসে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন। হঠাৎ মনে হলো ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসা দরকার। যাওয়ার আগে একটি ভুল করে গেলেন। তাঁর সেই ভুলই বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে রেখে গিয়েছিলেন স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার প্লেট। কিন্তু ল্যাবরেটরির জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে যান। দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসেন গবেষণাগারে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই অবাক ফ্লেমিং। ঝোড়ো বাতাসে ঘাসভর্তি একটি প্লেটে বেশ বড়সড় পরিবর্তন। ঘাসের প্রভাবে মারা গেছে প্লেটের সব ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কীভাবে মারা গেল? পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেগুলোর মধ্যে ঘাসের গায়ে একধরনের ছত্রাক আছে। নোটেটাম পেনিসিলিয়াম ছত্রাক। সেই ছত্রাকগুলো মেরে ফেলেছে জীবাণুগুলোকে। রোমাঞ্চিত হলেন ফ্লেমিং। তবে কি বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে? পেয়ে গেছেন শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ানাশক? এটা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখলেন ব্রিটিশ জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথোলজিতে। সেটা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু জীবাণুনাশক আবিষ্কার করলেও মানবশরীরে ব্যবহারের হলো শক্তিশালী জীবাণুনাশকের। পেনিসিলিয়াম নিয়ে আগ্রহী হলেন জার্মান বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী আর্নস্ট চেইন। নিরলস গবেষণার পর তাঁরা তৈরি করে ফেললেন ব্যাকটেরিয়ানাশক। তাঁরা এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। ইঁদুরের ওপর এই পেনিসিলন প্রথম প্রয়োগ করা হলো। সফলও হলো। এরপর অপেক্ষা, কবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হবে। ১৯৪১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আসে সেই সুযোগ। অক্সফোর্ডের একজন পুলিশ মারাত্মক ক্ষত নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তাঁর শরীরেই প্রথম পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়। কয়েক ঘণ্টার বিরতিতে চারবার পেনিসিলিন দিয়ে তাঁকে প্রায় সুস্থ করে তুলেছিলেন ফ্লোরি আর চেইন। কিন্তু পর্যাপ্ত পেনিসিলিনের অভাবে তিনি মারা যান। পরে অবশ্য পেনিসিলিন ঠিকই জীবনদায়ী হয়ে ওঠে। তৈরি হয় বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক। ১৯৪৩ সালে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন ফ্লেমিং। পরের বছর পান নাইট উপাধি। ১৯৪৫ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নস্ট চেইনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান ফ্লেমিং।

ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কার আসলেই কি মিরাকল? উত্তর, ‘না’। ফ্লেমিং বছরের পর বছর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিষেধক তৈরি করতে না পেরে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু তারপরও গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এ পরিশ্রম না করলে গাছের পাতা বা নাকের সর্দি পড়লেও তিনি কিছুই আবিষ্কার করতে পারতেন না। তা ছাড়া গবেষণা না করলে তো আর হাতের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা জীবাণুর প্লেট নিয়ে বসে থাকতেন না। তাই ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কারকে শুধু মিরাকল বললে, তাঁর আবিষ্কারের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে পিসিসি নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গুয়াহাটিতে আরপিএফ-এর ডিজির হাতে উদ্বোধিত নবনির্মিত এসকর্ট হল ও সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : রেলওয়ের সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-র ডিরেক্টর জেনারেল মনোজ যাদব আজ শনিবার গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত এসকর্ট মোবিলাইজেশন হল এবং ব্যাপকভাবে উন্নত সিসিটিভি নজরদারি কক্ষের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব, রবিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক এবং আরপিএফ-কর্মীগণ।

এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, এই প্রচেষ্টা উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ব্যস্ততম স্টেশনগুলির একটির সুরক্ষাস্থাপত্যকে শক্তিশালী করার জন্য এক পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ। সম্পূর্ণ রূপে চালু হওয়া এসকর্ট মোবিলাইজেশন হল একটি কেন্দ্রীভূত সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরপিএফ এসকর্ট-কর্মীদের মোতায়েন এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। এই উৎসর্গীকৃত সুবিধার সাথে, আরপিএফ জরুরি পরিস্থিতিতে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সহ এসকর্ট কর্তব্য পালন করতে আরও ভালোভাবে সজ্জিত হয়েছে।

এই সুবিধার পরিপূরক হিসেবে নতুন সংযোজিত সিসিটিভি নজরদারি কক্ষ, অত্যাধুনিক নজরদারি প্রযুক্তির সাথে সজ্জিত। আপগ্রেডেড সিস্টেমটি সম্পূর্ণ স্টেশন চত্বরের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ প্রদান করে, অপরাধমূলক কার্যকলাপ শনাক্ত এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বাস্তব সময়ের পরিস্থিতি সচেতনতা নিশ্চিত করে এবং সর্বশেষে প্রতিদিন গুয়াহাটি স্টেশন হয়ে যাতায়াতকারী হাজার হাজার যাত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে যাদব ভারতীয় রেলওয়ে এবং এর যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো গ্রহণ করার জন্য আরপিএফ-এর অটল প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। শ্রীবাস্তব এই অনুভূতিকেও পুনর্ব্যক্ত করেন এবং রেল ভ্রমণের সময় সুরক্ষার মান উন্নত করার জন্য প্রযুক্তি এবং সমন্বিত সুরক্ষা প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ আধিকারিক, কর্মী এবং সুরক্ষাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সকলেই রেলওয়ে নেটওয়ার্কে সুরক্ষিত যাত্রী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের উৎসর্গ পুনর্ব্যক্ত করেন। এই দুটি অত্যাবশ্যক সুবিধার উদ্বোধন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরও স্মার্ট, নিরাপদ এবং আরও প্রতিক্রিয়াশীল রেলওয়ে অপারেশনের দিকে বর্তমানের ভ্রমণ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, যুগান্তকারী উপলক্ষটি শুধুমাত্র সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেয় না বরং পরিকাঠামোয় এর নিরবিচ্ছিন্ন বিনিয়োগকেও প্রতিফলিত করে, যা কর্মীদের ক্ষমতায়ন করে, আধুনিক নজরদারিকে সমর্থন করে এবং দেশের রেল নেটওয়ার্কে জনগণের আস্থা তৈরি করে।

গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার নিকোলা পোক্রিভাক

জাগরেব, ১৯ এপ্রিল(হি.স.) : ক্রোয়েশিয়ার ফুটবল ফেডারেশন (এইচএনএস) জানিয়েছে, শুক্রবার মধ্য ক্রোয়েশিয়ার কার্লোভাচে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় নিকোলা পোক্রিভাক মারা গেছেন। তার বয়স ছিল ৩৯। এইচএনএস জানিয়েছে যে ৪ টি গাড়ির সংঘর্ষে অন্য গাড়ির আরও একজন নিহত হয়েছেন। পোক্রিভাক চতুর্থ স্তরের ক্লাব এনকে ভোজনিকের ৩ সতীর্থের সঙ্গে একটি গাড়িতে ছিলেন, যারা আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

প্রাক্তন দিনামো জাগ্রেব মিডফিল্ডার পোক্রিভাক ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার হয়ে খেলেছেন, ১৫টি ম্যাচ জিতেছেন। তিনি লিগ ওয়ানের দল এএস মোনাকো এবং অস্ট্রিয়ান ক্লাব আরবি সালজবার্গের হয়েও খেলেছেন। এইচএনএস সভাপতি মারিজান কুস্টিক বলেছেন, 'আমরা যখন একটি তরুণ জীবন হারিয়েছি, তখন এমন মর্মান্তিক এবং অকল্পনীয় দুঃখের মুহূর্তে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, ' এইচএনএস এক বিবৃতিতে বলেছে। 'এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য আমি নিকোলার পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। এইচএনএস এবং ক্রোয়েশিয়ান ফুটবল পরিবার এই কঠিন মুহূর্তে তাদের সঙ্গে থাকবে'।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বাঁকুড়ায় বিজেপির পদযাত্রা

বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের উদ্যোগে একটি বিশাল পদযাত্রা আয়োজিত হয়। লালবাজার মোড় থেকে শুরু হয়ে মাচানতলা মুক্তমঞ্চে গিয়ে শেষ হয় এই মিছিল। শহরজুড়ে প্রায় দুই হাজার কর্মী-সমর্থকের কণ্ঠে প্রতিবাদী স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার রাস্তা।

পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার, সদর বিধায়ক নিলাদ্রী দানা, ছাতনা ও শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি এবং বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি। বক্তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের নেতৃত্বে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন।

শ্রীভূমিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ বিভিন্ন পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এমসিসি সংক্রান্ত সভা

শ্রীভূমি (অসম) ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে তথা নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি সঠিকভাবে পালন সুনিশ্চিত করতে সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য পদের প্রার্থীদের সাথে শ্রীভূমির আদর্শ আচরণ বিধি সেলের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীভূমির আদর্শ আচরণ বিধি সেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এক পত্র যোগে উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধান সভা কেন্দ্রের জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জানিয়েছেন যে সোমবার দুপুর ১২টায় শ্রীভূমি শহরের জেলা গ্রন্থাগার ভবনে আদর্শ আচরণ বিধির প্রয়োগ সম্পর্কে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপস্থিত থাকতে আদর্শ আচরণ বিধি সেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনুরোধ জানিয়েছেন।

বাংলায় হিংসা, রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রেরণ ভিএইচপির গুয়াহাটি মহানগর সমিতির

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ওপর সহিংসতা এবং রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি মহানগর সমিতি আজ শনিবার সসলের ধরনাস্থলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর গুয়াহাটি মেট্রো ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন ভিএইচপির কার্যকর্তারা। স্মারকপত্রে শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানানো হয়েছে।বিক্ষোভস্থলে বক্তব্য পেশ করেছেন ভিএইচপির উত্তরপূর্ব প্রান্ত সম্পাদক ব্রজজ্যোতি শর্মা, মহানগর সমিতির সভাপতি সাবিন রাজখোয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অলোক ত্রিপাঠী, বিজেপির মহানগর সমিতির সম্পাদক বিজয় পাঠক এবং রঞ্জিত শর্মা। প্রতিবাদী কার্যক্রমে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বহু কার্যকর্তার পাশাপাশি বিবিধ ক্ষেত্র এবং সংঘের বেশ কয়েকজন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসকের পক্ষ থেকে স্মারকপত্র গ্রহণ করেছেন বেনজির ইলিয়াস (এসিএস)। মহানগর ইউনিট সম্পাদক রাতুল ডেকা আজকের প্রতিবাদী কার্যক্রম সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সৌদি প্রো লিগ: শিরোপার লড়াইয়ে আরও পিছিয়ে গেল আল নাসর

রিয়াদ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): আল কাদসিয়ার বিপক্ষে গোল পাননি রোনাল্ডো। আল নাসরও পারলো না। আল কাদসিয়ার কাছে হেরে গেল আল নাসর। আর ২-১ গোলের পরাজয়ে সৌদি প্রো লিগের শিরোপার দৌড়ে পিছিয়ে পড়লো আল নাসর। শুক্রবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে পুরো শক্তির দল নামিয়েছিল আল নাসর কোচ স্টেফানি পিওলি। কিন্তু রোনাল্ডো , জন ডুরান, ওতাভিও, মার্সেলো বোজোভিকরা গোল করতে পারেননি।

প্রথমার্ধের ৩৫ মিনিটে কাদসিয়ার হয়ে প্রথম গোলটি করেন তুর্কি আল আম্মার। ৮৪ মিনিটে আল নাসরকে সমতায় ফেরান প্রাক্তন লিভারপুল তারকা সাদিও মানে। ৮৭ মিনিটে আবারও আল নাসরের জাল কাঁপান পিয়েরে এমেরিক অবামেয়াং। এই গোলটিই জয়-পরাজয়ের পার্থক্য গড়ে দেয়। এই হারে সৌদি প্রো লিগে ২৮ ম্যাচ শেষে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে থাকল আল নাসর। ৬১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় আল হিলাল ও ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আল ইত্তিহাদ।

বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবকে স্বাগত কুকি ইনপি অসম, মার ইনপি ও বেইতে ডেভেনপুইয়ের

হাফলং (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : পানিমুর মিয়ুংগুয়া ২৯ কিলো, ১৬ কিলো, লাংমেকলু, উমরাংসো, জুথাই, ছোট লেংলাই, নিউ সাংবার, লেংপুই, ওল্ড সাংবার, বৈতং, খোবাক, থুরুক, টুংপুইকে সংযুক্ত করে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে কুকি ইনপি অসম মার ইনপি ও বেইতে ডেভেনপুই।

শনিবার হাফলংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কুকি ইনপি অসমের সভাপতি এইচ হাওলাই মার, ইনপির সাধারণ সচিব মাংথাং পারতে এবং বেইতে ডেভেনপুইর সভাপতি নেলসন খটলির প্রস্তাবিত এই জাতীয় সড়ক নির্মাণের বিষয়ে তাদের স্থিতি স্পষ্ট করে বলেন, বিকল্প-১ অ্যালাইনমেণ্ট রাস্তাটি পানিমুর থানার সামনে থেকে শুরু হয়ে পানিমুর মিয়ুংগুয়া, ২৯ কিলো, ১৬ কিলো, লাংমেকলু, উমরাংশু', জুথাই, ছোট লেংলাই, নিউ চাংবাৰ, লেংপুই হয়ে পুরনো সাংবার, বৈতাং, খোবাক, থুরুক, টংপুই এবং হারাঙ্গাজাও থানার সামনে গিয়ে টার্মিনেট হবে।

তাঁরা বলেন, আসলে প্রস্তাবিত এই জাতীয় সড়কের জরিপ প্রথমে ২০১১ সালে পূর্ত বিভাগ করেছিল এবং জরিপ অনুসারে অনুমোদন ও পেয়েছিল। আর সেটাই ছিল অফিশিয়াল গ্যাজেটে অনুমোদিত অ্যালাইনমেন্ট। নেলি, পানিমুর, উমরাংসো, সাংবার, খোবাক, থুরুক সংযোগ করে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত গিয়ে শেষ হওয়া সরকারি রাজপত্রে অনুমোদিত প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক --- ৬২৭ (প্যাকেজ-২) প্রান্তিককরণের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ পর্যায়ে বিজেপি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এইচ হাওলাই বলেন, ২০২৫ সালের বাজেট ভাষণে প্রস্তাবিত জাতীয় সড়কটি প্রান্তিককরণে খোবাক এবং থুরুককে সংযোগ করার কথা উল্লেখ করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।

বিকল্প-১ প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট এপেক্স বডিগুলির নেতৃবৃন্দ তাঁদের স্থিতি স্পষ্ট করেছেন বলে জানিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক-৬২৭ (পেকেজ - ২) প্রান্তিককরণ (বিকল্প-১)- কে তারা সমর্থন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এই তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ২০১৪ সালের ৪ মার্চ সরকারি রাজপত্রে অনুমোদিত এবং ঘোষণা করা প্রান্তিককরণের বাইরে অন্য কোনও প্রান্তিককরণ এপেক্স বডিগুলি মেনে নেবে না। ইতিমধ্যে সরকারি রাজপত্রে অনুমোদিত পূর্বের প্রস্তাবের জায়গায় অন্য বিকল্প সড়ক নির্মাণ করার বিবেচনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এপেক্স বডিগুলি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন পাহাড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান, অসমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডাপ্রবণ গ্রাম হিসেবে পরিচিত থুরুক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসেবে খোবাক গ্রামকে বিকল্প-১ অ্যালাইনমেন্টে সংযোগ করা উচিত।

সাংবাদিক সম্মেলনে এপেক্স বডিগুলির নেতৃবৃন্দ পরিষদ কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য এবং ইতিবাচকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে এপেক্স বডিগুলি তাদের স্থিতি বিবেচনা করার জন্য এবং সে অনুসারে অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শীঘ্র উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসাকে একটি স্মারকপত্র দাখিল করবে বলে জানিয়েছেন এইচ হাওলাই।

বাংলার ভোট রক্ষা কর্মশালায় সক্রিয় তৃণমূল, বিষ্ণুপুর শালতোড়ায় কর্মসূচি

বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার পর এবার শুরু হয়েছে 'বাংলার ভোট রক্ষা কর্মশালা' কর্মসূচি। জেলার বিভিন্ন এলাকায় চলছে এই কর্মশালা ও সচেতনতামূলক সভা।

শুক্রবার সন্ধ্যাতে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিক্রমজিৎ চ্যাটার্জি, সহ সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী, বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখার্জি, বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অর্পিতা বিদ প্রমুখ।

অন্যদিকে, শালতোড়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মেজিয়া হাইস্কুল মাঠে বিকেলে আয়োজিত হয় 'বাংলার ভোট রক্ষা কর্মশালা'। এতে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, শালতোড়া, মেজিয়া ও গঙ্গাজলঘাটি - ২ অঞ্চল সভাপতিরা। এদিন সন্ধ্যা ৫.৩০টা থেকে ৭টা পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষায় এবং সাধারণ ভোটারদের সচেতন করতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সারদা দেবীর ট্রেনযাত্রার ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

হাওড়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): ১৯১৫-র ১৯ এপ্রিল। সারদা দেবী বিষ্ণুপুরগামী ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে জয়রামবাটীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সেই যাত্রার বিশেষ তাৎপর্য ছিল। সেটির স্মরণে শনিবার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ট্রেনটি বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের (তখন দক্ষিন-পূর্ব রেলপথের ওই নাম ছিল) গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বাগনানে এসে থামল। যে কোনও কারনেই হোক ট্রেনটি সেদিন দীর্ঘক্ষণ বাগনান স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওই সময়কার প্রধান পুরুষ, ইংরেজ শাসকদের ''মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট'' যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন, চার সঙ্গী সহ তখন অজ্ঞাতবাসে বাগনানে।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে সারদা মা রয়েছেন। খবর পেয়েই ছদ্মবেশপটু যতীন্দ্রনাথ পুলিশের গুপ্তচর বাহিনীর কড়া নজর এড়াতে ছদ্মবেশে ট্রেনের কামরায় উঠে সারদা মাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। সারদা দেবী যতীন্দ্রনাথের তখনকার অবস্থা জেনেও সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। যদিও এর আগেই যতীন্দ্রনাথের সারদা-দর্শন হয়েছে।

বালাশোর বুড়িবালামের তীরে শহীদ হওয়ার আগে এই সাক্ষাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী বিষয়। আর এর ঘটনাস্থল হিসেবে বাগনান রেল স্টেশন সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পীঠস্থানের মর‍্যাদা দাবি করে।

বিষয়টা তথ্য-প্রমাণসহ তুলে এনে সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছিলেন কবি, লেখক, আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ শুভেন্দু দত্ত। আর ঘটনাটির ১১০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ বছর 'বাঙ্গালপুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে' শনিবার 'আলেয়া পত্রিকা' আয়োজন করল এক আবেগঘন অনুষ্ঠানের। কবি, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও আমলা নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। তিনি উল্লেখ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা এবং সারদাদেবীর আলোকিত ব্যক্তিত্বের।

অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের নিয়ে আলোচনা করেন ড. আকরাম হোসেন, অধীরকান্তি মণ্ডল, গোপাল ঘোষ, ড. শেখ নূর মহম্মদ, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এতে স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য পাঠ, সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যে অংশ নেন মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, লতা দাশ, অন্বেষা মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ দাসী, পাপড়ি পানি, সন্দীপ দেয়াসী প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বংশধরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ভিন্ন মাত্রা পায়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বাগনান স্টেশনে এই সাক্ষাৎকারের একটি স্মারক স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আবেদন করা হবে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় মনিরুল ইসলাম এবং সুমন মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায়।

ধাপায় কলকাতা পুরসভার নতুন গ্যারাজে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): ধাপায় কলকাতা পুরনিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নতুন গ্যারাজে শুক্রবার গভীর রাতে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। বাধা দিতে গিয়ে জখম হন এক নিরাপত্তারক্ষী। আহত ব্যক্তির নাম অনাদি ত্রিপাঠী। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এ ব্যাপারে কলকাতা পুর নিগমের তরফে প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই লেখা পর্যন্ত কোনও গ্রেফতারের খবর নেই। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশ জড়িত থাকতে পারে।

পুরসভা সূত্রে খবর, ধাপায় পুরসভার জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ- সহ একাধিক প্ল্যান্ট ও গ্যারেজ আছে। প্রচুর পুরোনো গাড়ি ও যন্ত্রাংশ রয়েছে। শুক্রবার রাতে এই গ্যারেজে ডাকাতি চেষ্টা করা হয়। কুড়ি পঁচিশ জনের একটি ডাকাত দল সেই চেষ্টা করে। আওয়াজ পেয়ে পাহারায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ততক্ষণে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হন অনাদি ত্রিপাঠী নামে নিরাপত্তা রক্ষী। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে খবর।

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান পুরসভার আধিকারিকরা। ধাপায় পুরসভার এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আশেপাশে রয়েছে একাধিক সিসি ক্যামেরা। তা সত্ত্বেও মাঝেমাঝে সেখানে এই ধরনের ডাকাতির চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পিছনে স্থানীয়দের একাংশের হাত থাকতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

সন্ধান চাই

Ref- East Agartala Women PS GD Entry No 14 dated ০৩/০৪/২০২৫
পাশের ছবিটি শ্রীমতি সবিতা শীল (সূত্রধর) (মানসিক অসুস্থ), স্বামী নিতাই সূত্রধর সাং নোয়াগাঁও, কৃষ্ণ নগর থানা NCC, পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স ৪৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট, এবং পরনে শারি ছিল। গত ০২/০৪/২০২৫ ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ০৪.৩০ সময় কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) পূর্ব আগরতলা মহিলা থানা-৬০০৯৩০৬৭৫৮

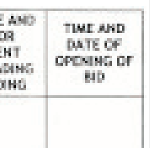

ICA/D-081/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 01/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2025-26, Dt 17.04.2025

Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	51/EE/Divn.III/PWD (R&B)/2024-25. (2nd Call)	₹4,35,536.00	₹8,711.00	30 Days	Up to 3.00 P.M. On 03.05.2025	At 4.00 P.M. on 03.05.2025 (If Possible)
2	01/EE/Divn.III/PWD (R&B)/2025-26.	₹23,54,156.00	₹47,083.00	365 Days		
3	02/EE/Divn.III/PWD (R&B)/2025-26.	₹23,95,856.00	₹8,47,917.00	365 Days		
4	03/EE/Divn.III/PWD (R&B)/2025-26.	₹23,94,166.00	₹47,883.00	90 Days		
	04/EE/Divn.III/PWD (R&B)/2025-26.	₹24,03,627.00	₹48,073.00	90 Days		

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-219/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. M. Debnath)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 01/EE/WRD-I/e-tender/2025-26.
Dated:- 10/04/2025.

The Executive Engineer, W.R Division No-I, Kunjaban, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	Construction of 213 Nos. Deep tube wells in different parts of Tripura during the year 2024-25./SH: Construction of 40 nos. DTW Minor Irrigation scheme in/cl Drilling & Development of Deep Tube Well, Installation of Pump Motor, Pump House construction and Laying Distribution System Complete at different parts of West Tripura District. (Job No. TR/01/NABARD(RIDF-XXX)/2024-25). DNIeT No: 37/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU) /DNIeT/2024-25	₹ 16,67,11,042.00	₹ 33,34,221.00	18 (Eighteen) months

1. Last date & time for online Bidding:- 14/05/2025 upto 3:00 PM.
2. Time and Date of Opening of Technical Bid:- 15/05/2025 at 3:30 PM (if possible)
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
ICA/C-211/25

(Er. Arindam Chakraborty),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-1,
Kunjaban, Agartala, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পনেরো সাক্ষাৎকারে সমৃদ্ধ 'ঈর্ষাক্ষাৎকার'

কথায় বলে, যদি প্রতিযোগিতা না থাকে তাহলে মানুষ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। আর প্রতিযোগিতা আসে মূলত ঈর্ষা থেকে। সদ্য লেখক তন্ময় ভট্টাচার্যের 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' বইটি সমাপ্ত করলাম। বইটির পটভূমিকায় লেখক তাঁর সুন্দর শিল্পীসত্তার মাধ্যমে ঈর্ষা আর সাক্ষাৎকার শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের বক্তব্য, কেন ঈর্ষা ? এর উত্তরেও আত্ম কে এড়ানোর উপায় নেই। যে সমস্ত গবেষক, লেখক, ইতিহাসবিদদের কাজের প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত, তাঁদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে, পরোক্ষে সেই কাজগুলিই ছুঁয়ে থাকার চেষ্টা।

'ঈর্ষাক্ষাৎকার' বইটির প্রথম সাক্ষাৎকার কমল চৌধুরীর। যিনি দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে বয়ে নিয়ে বাংলাদেশের খুলনা থেকে বারাসত এসেছিলেন। সাংবাদিক জীবনে যুগান্তর, সংবাদ প্রতিদিনের মতো কাগজে কাজ করার ফাঁকে চলে নিরন্তর পড়াশোনা ও অজানাকে জানা। কবি ও প্রাবন্ধিক অঞ্জন সেনের সাক্ষাৎকারে লেখক দেখিয়েছেন বিভিন্ন পুঁথি ও পুঁথির ভিতরে থাকা ছবি নিয়ে বহু খুঁটিনাটি বিষয়। লিপিকর, সূত্রধরদের পাশাপশি তন্ত্রের চক্র, যন্ত্র প্রভৃতি হরেক অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ অধ্যায়টি।

কথায় বলে, সঙ্গীতের মাধ্যমে খুব সহজের ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় নব্বইয়ের দশক থেকে সংগ্রহ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের গোয়ালপাড়া শিলচর এলাকার মেয়েদের বিভিন্ন গান। কথা ও সুর সংরক্ষণ করছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। 'ঈর্ষাক্ষাৎকারে' সাক্ষাৎকারটি মূলত তাঁর প্রথম বই 'নারীর গান শ্রমের গান' কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সাংবাদিক কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্তের 'বাঙালী হিন্দুর রসুল চর্চা' ও 'বাঙালি মুসলমানের কালীচর্চা' বইদুটির ওপর সাক্ষাৎকারটি 'র্ষাক্ষাৎকারে' ঠাঁই পেয়েছে। একদিকে যেখানে হিন্দুত্তমুসলিমের সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে ঠিক তেমনই দুটি

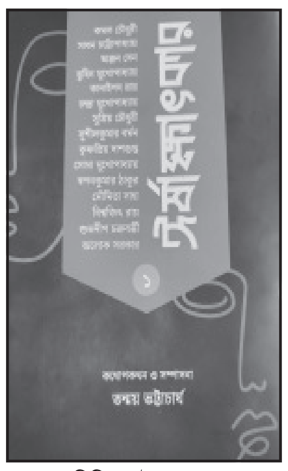

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ধর্মের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান যুগে আমরা নারী স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করি, গলা ফাটাই আর এই নারী স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছেন সোমা মুখোপাধ্যায়। লেখক তাঁর বিভিন্ন বইতে দেখিয়েছেন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিল্পকলার ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, আঞ্চলিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিবরণ। সোমা মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার ব্যতিক্রমী দারুবিগ্রহ' (নন্দিতা, ২০২৩)- কে কেন্দ্র করে পুখনাপুঙ্খ বিবরণ ফুটে উঠছে এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে। কথায় বলে, শ্মশান জীবনের সারবস্তু। মানবজীবনের সবকিছু ঘুরে ফিরে এসে মিলিত হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরূত ও ব্যোম নামক পঞ্চভূতে। অলোক সরকারের 'শ্মশান : মিথ পুরাণ ইতিহাস' নামক বইয়ের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারটিতে শ্মশানের সহাবস্থান থেকে শুরঃ করে প্রিয়জনের শোকার্ত আর্তনাদ ফুটে উঠছে। 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' এর সাক্ষাৎকারে সাধন চট্টোপাধ্যায়, তুহিন মুখোপাধ্যায়, কানাইপদ রায়, সুপ্রিয় চৌধুরী, সুশীলকুমার বর্মন, স্বপণকুমার ঠাকুর, মৌমিতা সাহা, বিশ্বজিৎ রায়, শুভদীপ চক্রবর্তী প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব শিল্পীসত্তা বজায় রেখেছেন নিজের কাজের দ্বারা। লেখক তন্ময় ভট্টাচার্য তাঁর সুচারঃ মেধা ও অসাধারণ শিল্পীসত্তার মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫টি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বইটিকে জনসমাজের কাছে একবাক্যে অতুলনীয় করে তুলেছেন।

ভারতে অভিনিবিষ্টউদ্ভাবনার জন্য ওয়েভস এক্স-আর ক্রিয়েটের হ্যাক্কাথন ভিত্তি স্থাপন করেছে

বিনোদন, চলচ্চিত্র, বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দূরবর্তী কাজের মতো এলাকাগুলির ব্যাপক পরিধি জুড়ে ভার্চ্যুয়াল রিয়ালিটি এবং অগমেন্টেটেডরিয়ালিটির দ্রুততর গতিতে ক্রম বর্দমান ক্ষেত্রগুলিতে বিপ্লবায়ন ঘটে চলেছে। এক্স-আর, যার মানে হল 'এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি', এবং এটি হল ভার্চ্যুয়াল রিয়ালিটি (ভিআর), অগমেন্টেটেড রিয়ালিটি (এআর) এবং মিক্সড রিয়ালিটির মতো অভিনিবিষ্ট প্রযুক্তি সমূহের জন্য একটি সাধারণ সমন্বায়ক পরিভাষা, এবং পাশাপাশি এটি রিয়াল ও ভাচ্যুয়াল পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্যমান। দৃশ্যমান তথ্য অর্জনকে ব্যবহার করার মাধ্যমে এক্স-আর ডিভাইসগুলি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং এই প্রক্রিয়াটি একটি অন্তর্জাল ব্যবস্থায় এককভাবে অথবা ভাগীদারী পন্থায় পরিবর্তিত হয় যা একটি ভার্চুয়াল উদ্দীপনায় সঠিক-সময়ে সাড়া দিতে সক্ষম। অনুধাবক ও অবিনিবিষ্ট অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং এক্স- আর ব্যবহার করে বর্তমানে ম্যুভি স্টডিওগুলি তাদের চলচ্চিত্র প্রয়োজনকে আরোও উদ্দীপিত করতে পারছে। যেমন 'জুরিসিক ওয়ার্ল্ড: ফলেন কিংডম'-এর জন্য ইউনিভার্সাল স্টডিও অতি দুর্লভ অভিজ্ঞতকে ব্যবহার করে চলচ্চিত্রটির বহু দৃশ্যায়ন পর্দায় ফুটিয় তুলেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ছবিটির সেই বিখ্যাত ডাইনোসোরকে দৃশ্যমান করা সম্ভব হয়েছে। ভারতে 'সুপার থারটি' ও 'সঞ্জু'-র মতো বলিউড ফিল্ম, ২০১২-য় তেলেগু ভাষায় ফ্যান্টাসি অ্যাকশন ফিল্ম 'ইয়েগা' , শুধু তাই নয় বৈশ্বিক পর্যায়ে দর্শকের মন জয় করতে 'বাহুবলি' 'আরআরআর'-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতেএই জটিল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনটিআগে আর কখনো হয় নি! ভারতীয় চলচ্চিত্রনির্মাতা পৌলমী বসুর 'মায়া: বার্থ অব এ সুপারহিরো' ২০২৪-এ কান চলচ্চিত্র উৎসবের নতুন অভিনিবিষ্ট প্রতিযোগিতা বিভাগের আটটি ছবির মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছিল।কমিউনিটি কলেজ এবং ভোকেশনাল স্কুল থেকে শুরঃ করে আর-আই সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার বিদ্যায়তনগুলি বিভিন্ন ধরণেরধারণক্ষমতার মধ্যে এক্স-আর প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আইআইটি মাদ্রাজ দেশের গ্রামীণ এলাকাগুলির মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি এআর/ ভিআর ভিত্তিক সক্ষম পঠন- পাঠন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। অ্যাসেঞ্চার-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত প্রথায় প্রশিক্ষিত শল্য চিকিৎসকদের তুলনায় ভিআর-পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত শল্য চিকিৎসকরা ৪০ শতাংশেরও কম ভুল করে থাকেন। এআর/ ভিআর প্রযুক্তিসমূহ অক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য চলাচল ও অন্তর্ভুক্তিকে উন্নততর করতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ সুবিধা এনে দিচ্ছে। এবং এ জন্য ভিআর সহানুভূতি সম্পন্ন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে এআর সাইন ল্যাঙ্গুয়েজকে সহজেই অনুবাদ করার উপায় বাতলে দিচ্ছে। এ ছাড়াও এক্স-আর ভার্চ্যুয়াল বৈঠকগুলিকে আরোও চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আরোও প্রাণবন্ত করে তুলছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা থ্রি- ডি মডেলের সঙ্গে মতামত বিনিময় করতে পারছে, এর ফলে এমন একটা বাতাবরণ নির্মিত হচ্ছে যখন তারা নিজেদের উপস্থাপনা ভাগ করে নিতে পারছে ও চেতনা উদ্রেগকারী ভাবনাগুলিকে জীবন্ত করে তুলছে, যেন তারা একটি ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছে বলে মনে করতে থাকে। কর্মস্থলে, পশিক্ষণের ক্ষেত্রে, শিক্ষা বিষয়কপ্রয়োজনে,ভেষজ চিকিৎসায়, তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণের কাজে যৌথ প্রয়াসের জন্য এক্স-আর সত্যিই ব্যবহারিক দিক থেকে সক্ষমতা সম্পন্ন। বৈশ্বিক ও ভারতীয় এক্স-আর বাজার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ভারতের এভিজিসি-এক্সআর ক্ষেত্র ৩৪ শতাংশ সিএজিআর সহ ২০৩০ সাল নাগাদ ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা হয়ে ওঠার লক্ষ্য মাত্রা গ্রহণ করেছে। ভারতের অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স এবং এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি (এভিজিসি- এক্সআর) ক্ষেত্রটি পরবর্তী পাঁচ থেকেছয় বছরের মধ্যে উল্লম্ফন গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সব দিক থেকে প্রস্তুত। ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম-এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ এক্স-আর প্রযুক্তি বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য আনুমানিক ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মূলধন সৃষ্টি করবে এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ-এরও বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৮-য় যেখানে এক্স-আর স্টার্টআপস-এর সংখ্যা ছিল ১৭০ সেখানে ট্র্যাক্সন রিপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি তার অনুমিত হিসাব অনুযায়ী বলেছে যে এই সংখ্যাটি ২০২৫-এ ৩০০-কেও ছাড়িয়ে যাবে। এই প্রবণতা অব্যহত থাকলে এক্স-আর ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্স-আর হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, থ্রি-ডি আর্টিস্ট ও ডিজাইনার, গবেষক ও কম্পিউটার ভিসন ইঞ্জিনিয়ার, প্রোডাক্ট ম্যানেজার এবং ইউএক্স বিশেষজ্ঞ, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং প্রশিক্ষকদের জন্য কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যাবে। এভিজিসি-র জন্য ভারতকে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২৪-এর নভেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স এবং এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি' (এভিজিসি -এক্সআর)-এর জন্য মুম্বাইতে একটি ন্যাশনাল সেন্টার অব এক্সিলেন্স (এনসি-ও-ই) স্থাপন করতে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই এনসি-ও-ই হবে দেশের আইআইটি ওবং আইআইএম- গুলির মতে প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদলে, যে সংস্থার মাধ্যমে ৫,০০, ০০০ কর্মসংস্থানেরসুযোগ সৃষ্টি হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বমানের পরিকাঠামোসম্পন্ন। এইভাবে ভারতে এক অভিনিবিষ্ট বিপ্লব ঘটে চলেছে। সম্প্রতি ওয়েভল্যাপস, এক্সডিজি এবং ভারত এক্স- আর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সঙ্গে মিলিতভাবে দেশ জুড়েএক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি নিয়ে উদ্ভাবনার জন্য যে এক্স-আর ক্রিয়েটর হ্যাক্কাথন-এর আয়োজনকরেছিল তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এক্স-আর ক্রিয়েটর হ্যাক্কাথন-এ সারা দেশের বিভিন্ন অংশের ২,২০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি বলেছেন, ওয়েভস কন্টেন্ট ক্রিয়েউট করতে এবং তাকে বৈশ্বিক করে তুলতে ভারতীয় শিল্পীদের উৎসাহিত করবে। অন্যদিকে তিনি আরোও বলেন, ভারত এ জন্য সারা বিশ্বের এই কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এই উদ্যোগের সাফল্য নেহাৎ বিজয়ীদের সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা যায় না, এর সাফল্য নির্ভর করছে এই সব প্রকল্প রূপায়ণে এগুলির বিশ্বমান রক্ষা করা হচ্ছে কী না তার উপর। এক্স-আর ক্রিয়েটর হ্যাক্কাথন নিয়ে আমরা দেশের এ-আর শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লবায়ন করে চলেছি। এই মঞ্চটি থেকে যে সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসছে তার বাস্তবতা নিহিত রয়েছে আমরা এ বিষয়ে বিশ্বকে কতটা অবহিত করতে পারছি তার উপর।

আশুতোষ কুমার, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, ওয়েভল্যাপসএবং শ্রীয়াঙ্কা চ্যাটার্জি, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার, পিআইবি

স্বাদ বদলাতে ওট দিয়েই নতুন কিছু বানিয়ে নিন

ওজন কমাতে চোখ বন্ধ করে ওটসের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, ছিপছিপে হতে ওটসের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। রোগা হতে চেয়ে যদি ভরসা রাখা যায় এই খাবারের উপরে, তা হলে বিফলে যাবে না পরিশ্রম। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান।

সবচেয়ে বড় কথা ওটসে একেবারেই ক্যালোরি নেই। অনেকেই রাতে ওট ভিজিয়ে রাখেন দুধ কিংবা গ্রিক ইয়োগার্টে। তাতে সকালে উঠেই ওট খেয়ে নেওয়া সহজ হয়। তবে ওট খাওয়ার আরও একটি উপায় রয়েছে। সে ভাবে খেলে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গেই নেওয়া যাবে।

একটি পাত্রে ওট, দই, কারি পাতা, গাজর কুচি, শসাকুচি, লঙ্কাকুচি, সর্ষে, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ফ্রাইংপ্যানে অল্প তেল দিয়ে সর্ষে, লাল লঙ্কা, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। গন্ধ বেরোলে তাতে ওটসের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। তার পর ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে উঠে স্বাস্থ্যকর জলখাবার হবে এটি। রোজ ওট খেতে খেতে এক সময়ে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। সেটা কাটাতে মাঝেমাঝেই ওট দিয়ে নানা রকম বাহারি খাবার বানিয়ে নিতে পারেন।

ওজন কমাতে খাওয়া দাওয়ার নিয়ম মানা প্রয়োজন

ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। তবে দ্রুত রোগা হতে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মানা প্রয়োজন। কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন, ওজন কমানোর পর্বে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদদের মতে, ছিপছিপে হতে চাইলে সকালের খাবার হতে হবে সবচেয়ে ভারী। এমন কিছু খাবার খেয়ে দিন শুরু করতে হবে, যেগুলি ওজন ঝরাতে সাহায্য করবে।

কিন্তু সকালের জলখাবারে অনেকেই এমন কিছু খাবার খান, যা চুপিসারে মেদের সঞ্চার ঘটায় শরীরে। তাই ডায়েটের পর্বে সেই খাবারগুলি বাদ দেওয়া জরুরি।

পাউরুটি- পাউরুটিতে খানিকটা জ্যাম, জেলি কিংবা মাখন মাখিয়ে খেয়ে নিলেই আলাদা করে জলখাবার তৈরির ঝক্কি থাকে না। কিন্তু ওজন কমানোর ইচ্ছে থাকলে পাউরুটি না খাওয়া ভাল। কারণ পাউরঃটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শর্করা। সেই সঙ্গে গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশি। কাজ কমাতে গিয়ে ওজন বেড়ে যাক, তা না চাইলে পাউরঃটি এড়িয়ে চলুন। ফলের রস-ওজন কমাতে ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাজারচলতি ফলের রস নয়। এ ধরনের পানীয়ে বাড়তি চিনি থাকে। সেটার পরিমাণ অনেক বেশি। ফাইবার নেই বললেই চলে। ফলের রস খেয়ে মেদ ঝরানো যায় না। বরং বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইয়োগার্ট- ওজন কমানোর পর্বে দই রাখা আবশ্যক। তবে সেটা যদি বাড়িতে পাতা হয়, তা হলে খুব ভাল। একান্তই তা না হলে বাজারচলতি প্যাকেটজাত টক দই খেতে পারেন। তবে কখনও বেরি, স্ট্রবেরি স্বাদের ইয়োগার্ট খাবেন না। এতে অনেক চিনি থাকে। ফলে এড়িয়ে চলাই ভাল। ভাজাভুজি ছুটির সকালে লুচি, পরোটা খেতে মন চায়। এক দিন খাওয়া যেতে পারে, তবে রোজ নয়। ডোবা তেলে ভাজা কোনও খাবার সকালে না খাওয়াই ভাল। এতে মেদ জমতে থাকে। নরম পানীয়- সকালে বলে নয়, ওজন ঝরানোর পর্বে কখনওই এই পানীয় খাওয়া উচিত নয়। এতে শর্করার আধিক্য অনেক বেশি। সপ্তাহে এক দিন খেলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

ডায়েটে এই খাবারগুলি নিয়মিত থাকলে রোজ সকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের কষ্ট থেকে মুক্তি

কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন।

আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল। কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু। কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু। প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে। প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে। বেরিজাতীয় যে

অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস শরীরের কী কী ক্ষতি করছে?

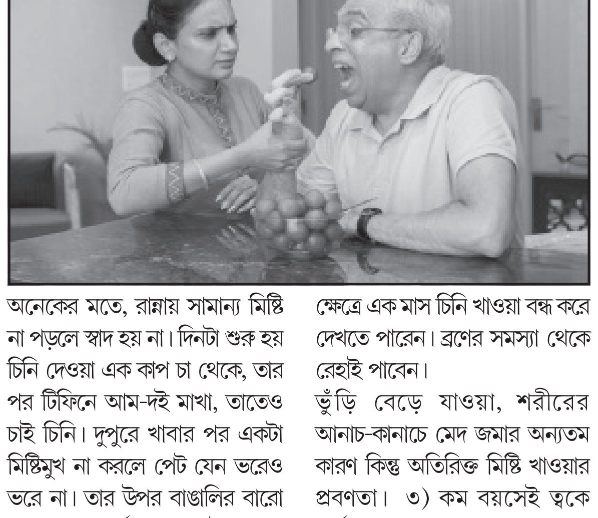

অনেকের মতে, রান্নায় সামান্য মিষ্টি না পড়লে স্বাদ হয় না। দিনটা শুরু হয় চিনি দেওয়া এক কাপ চা থেকে, তার পর টিফিনে আম-দই মাখা, তাতেও চাই চিনি। দুপুরে খাবার পর একটা মিষ্টিমুখ না করলে পেট যেন ভরেও ভরে না। তার উপর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রয়েছে। উতব কি মিষ্টি ছাড়া সম্পূর্ণ হয়!

সিগারেট যেমন শরীরের ক্ষতি করে, অতিমাত্রায় চিনি খেলেও কিন্তু তেমনই ক্ষতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ধমনীর উপর তার প্রভাব পড়ে। ধমনীর প্রাচীরগুলি পুরু আরশক্ত হয়ে যায়, ফলে হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। তাই হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে আর কী কী ক্ষতি হয় শরীরের? ১) ওজন কমানোর ডায়েটে সবার আগে পুষ্টিবিদেরা চিনি কম খাওয়ার কথা বলেন। একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলে আরও ভাল। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা। ২) নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেও অনেকের ব্রণের সমস্যা কিছুতেই কমতে চায় না। সে ক্ষেত্রে এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা। ৩) কম বয়সেই ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে শুরু করেছে? এ-ও কিন্তু অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফল্ল হতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলি কোলাজেন প্রোটিনকে ধ্বংস করতে শুরু করে। এ কারণে চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল। ৪) অতিরিক্ত চিনি খাওয়া কিন্তু দাঁতের পক্ষেও একেবারে ভাল না। অল্প বয়স থেকেই অনেকে দাঁতের নানা রকম সমস্যায় ভোগেন। এর কারণও হতে পারে অত্যিক মাত্রায় চকোলেট, মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রিখাওয়ার প্রবণতা। ৫) সারা দিল অলস ভাব? কাজে মন বসে না? এর পিছনেও কারণ হতে পারে অত্যধিক মাত্রায় চিনি খাওয়া। চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা হঠাতবেড়ে গিয়ে শরীর চাঙ্গা হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক। চিনিতে সে ভাবে কোনও পুষ্টিগুণ থাকে না। ফলে শরীর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

উদ্বেগ বা অবসাদের সমস্যা বেড়েছে কি?

শরীরের সঙ্গে মনের যে গভীর যোগ রয়েছে, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলেও যে মন ভাল রাখতে হয়, তা জানতেন কি? মনোবিদেরা বলছেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে সাধারণত মন ভাল থাকারই কথা। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটে। ডায়েট এবং শরীরচর্চা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ওজন পেতে সমস্যা হতে পারে। কোনও ব্যক্তির উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন কেমন হওয়া উচিত, তা পুষ্টিবিদেরাই বলে দেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বলছে, দেহের অতিরিক্ত ওজন শরীর এবং মনের উপর যে প্রভাব ফেলে, তা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যধির চেয়েও কঠিন। তাড়াতাড়ি ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি? ১) নিজের চেহারা সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রথমেই নিজের সম্পর্কে এই ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হবে। অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে চাইলে প্রতি দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা কতটা কমল বা বাড়ল, তা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা বন্ধ করতে হবে। ২) সব বিষয়ে বেশি চিন্তা করা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা সব কিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করেন, তাঁদের ওজন ঝরানো বেশ সমস্যাদায়ক হয়। মনোবিদেরা বলছেন, একেবারে কিছু না ভেবে অলসের মতো বসে থাকা এবং বড্ড বেশি ভেবে ফেলা দুই ক্ষেত্রেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। ৩) অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকা অবসাদের সঙ্গে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার যে নিবিড় যোগ রয়েছে, তা-ও বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অবসাদে ভোগা মানুষ, মন ভাল রাখতে যখন যা ইচ্ছে তা খেয়ে ফেলেন। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রেণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। ৪) মানসিক চাপ মানসিক চাপ থেকে মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদানগুলির মাত্রায় হেরফের ঘটে যায়। ফলে কর্টিজলের মতো স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যার প্রভাব পড়ে ওজনের উপরে। ৫) অপর্যাপ্ত ঘুম মন ভাল নেই। তাই রাত জেগে ওটিটি দেখছেন। তাতে সাময়িক মন ভাল হলেও ওজন কমার আশা না করাই ভাল। মনোবিদেরা বলছেন, সুস্থ থাকতে এবং স্বাভাবিক ওজন ধরে রাখতে অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।

শনিবার অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায়ের উপস্থিতিতে অফার প্রাপকদের মধ্যে অফার বিলি করা হয়।

চিকিৎসায় ‘গাফিলতি’র অভিযোগে উত্তাল দুর্গাপুর, বেসরকারি হাসপাতালে গুলি, ধৃত ৪

দুর্গাপুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : চিকিৎসায় গাফিলতি এবং চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হাসপাতালের ভিতরে পরপর ৩ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। শোভাপুরের ওই হাসপাতালে শুক্রবার রাতে ঘটে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি। যদিও গুলিতে কেউ আহত হননি।

ঘটনার জেরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন রোগীর পরিবারের ৪ সদস্য তাপস রায়, অমিত কর্মকার, অনিমেষ পাল ও অজিত হাজরা। ধৃতদের শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বাসুদেব পাল (৫৩) নামে এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের দাবি, রোগীর অবস্থা জটিল হওয়ায় তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি এবং রোগীকে দেখতে বা চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতেও বাধা দেয়। এই নিয়েই শুক্রবার রাতে হাসপাতালের সামনে আত্মীয়দের বিক্ষোভ শুরু হয়।

অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীরা একসঙ্গে অনেকজনকে ঢুকতে না দেওয়ায় প্রথমে বচসা এবং পরে ধাক্কাধাক্কির পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপরই এক আত্মীয় আগ্নেয়াস্ত্র বার করে গুলি চালান বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

এ প্রসঙ্গে দুর্গাপুর (পূর্ব) এর এসিপি সুবীর রায় জানান, ঘটনাস্থলে দুই রাউন্ড গুলির নমুনা পাওয়া গেছে, যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ৩ রাউন্ড গুলি চলেছে।

উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল হয়েছে এই হাসপাতাল। ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৪ সালে একাধিকবার চিকিৎসা-সংক্রান্ত অভিযোগে রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা।

হাইলাকান্দিতে প্রার্থীদের হিসাব পরীক্ষা ২৩ এপ্রিল

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ প্রার্থীদের তিনটি পর্যায়ে হিসাব পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে। জেলার নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের নির্দেশে প্রথম পর্যায়ের হিসাব পরীক্ষা আগামী ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায় আগামী ২৬ এপ্রিল এবং তৃতীয় পর্যায়ে আগামী ৩০ এপ্রিল হিসাব পরীক্ষা করে দেখা হবে। এই পরীক্ষার দিন গুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ তিন ক্যাটাগরির প্রার্থী পঞ্চায়েত সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য এবং জেলা পরিষদ সদস্য সব প্রার্থীকে তাদের আপডেটেড বুকস অব একাউন্টস (পার্ট এ বি এন্ড সি) সহ যাবতীয় প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট নিয়ে ডিসি অফিসে অবস্থিত এক্সপেন্ডিচার মনিটরিং সেল এর উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

হাঁসখালিতে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু দু’বছরের শিশুর

নদিয়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): দুর্ঘটনায় মারা গেল দু’বছরের এক শিশু। শনিবার ঘটনাটি ঘটে হাঁসখালির গাঁড়াপোতা এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নামে।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিশুর নাম উর্মি বিশ্বাস। গাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঁড়াপোতা এলাকায় তার বাড়ির অদূরেই রয়েছে গাড়ি চলাচলের রাস্তা। শনিবার বিকেলে পাশের বাড়ির ছয় বছরের এক শিশুর সঙ্গে বাড়ির সামনেই খেলা করছিল উর্মি। খেলার সময় একজন দৌড়ে রাস্তায় চলে যায়। আর তাতেই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একটি দ্রুতগামী চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিশু ছিটকে পড়ে।

দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। ওই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি চলে।

দিলীপ-রিঙ্কুকে শুভেচ্ছা অভিষেকের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): রাজনীতির উর্ধে উঠে সৌজন্যের নজির গড়লেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নববিবাহিত দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী রিঙ্কুকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানান। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, “নতুন জীবন সুন্দরভাবে শুরু করার জন্য দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভালোবাসার নিজস্ব সময় ও লয় থাকে। আপনাদের একসঙ্গে পথচলা সেই সত্যিকারের ভালবাসারই প্রমাণ। আপনাদের জীবনে যেন আনন্দ, শান্তি ও সাহচর্যে চিরকাল স্থায়ী হয়। এই শুভকামনা রইল। প্রসঙ্গত, ৬১বছর বয়সে ছাঁদনাতলায় বসেছেন দাপুটে বিজেপি নেতা। বঙ্গ রাজনীতির বরাবরের ‘বর্ণময়’ চরিত্র দিলীপ ঘোষের বিবাহ অভিযান নিয়ে শাসক থেকে বিরোধী অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

দিলীপ-রিঙ্কুর বিয়ে নিয়ে শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): দিলীপ ঘোষের বিয়েতে শুক্রবার দেখা যায়নি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। শনিবার অবশেষে দিলীপবাবুর বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন শুভেন্দুবাবু। কিন্তু শুভেন্দুবাবুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে।

কিছুদিন আগেও বিধানসভায় গিয়ে শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন দিলীপ। দুজনে এক ফ্রেমে ধরা পড়েন। কিন্তু তাঁর বিয়েতে এমন ফ্রেম তৈরি হয়নি। শনিবার এই বিষয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে বিরোধী নেতা শুধু বলেন, ””এটা ওঁর (দিলীপ ঘোষ) ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিছু বলতে চাই না।

পার্টির তরফে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে, আমিও তো পার্টিরই একজন।”” এইটুকু বলেই মুর্শিদাবাদ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দুবাবু। দিলীপ ঘোষ বা তাঁর বিয়ে নিয়ে আর কোনও কথা বলেননি তিনি। এতে অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে।

দিলীপবাবুর বিয়ে নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দলীয় নেতাদের অনেকে মুখ বন্ধ করে ছিলেন। শুক্রবার সকালে বিনা নেমন্তন্নে

দিলীপবাবুর বাড়িতে চলে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল, লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু শুভেন্দুবাবু যাননি।

এর পর ওই বিয়ে নিয়ে হইহই পড়ে যায় গোটা রাজ্যে। এক সাংবাদিক বিভিন্ন দৈনিকে দিলীপবাবুর বিয়ের খবর ও ছবি কতটা মাত্রা পেয়েছে, তার ওপর একটি সমীক্ষার নির্যাস অনেকের সঙ্গে শুভেন্দুবাবুকেও শনিবার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। তৎক্ষণাৎ তিনি পাল্টা জবাব দেন।

প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অবিবাহিত। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, তিনিও আজীবন ব্রহ্মচারী থাকারই পণ করে রেখেছেন। তমলুক লোকসভা আসন থেকে জিতে তিনি যখন প্রথমবার সাংসদ হন, তখন একবার বাবা শিশির অধিকারী মেজ ছেলের বিয়ের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ছেলেকে বিয়ের কথা বলার সাহস পরিবারের কারওর ছিল না। মা-ও বলে বলে হয়রান। বিয়ের কথা কেউ বললেই রে রে করে ওঠেন মেজ অধিকারী। তার পর থেকে পরিবারের লোকজন তাঁকে বিয়ের কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন।

নগাঁও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ফেরার বিচারাধীন মাদক মামলার আসামি

নগাঁও (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : নগাঁও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রহস্যজনকভাবে পালিয়ে গেছে বিচারাধীন মাদক মামলার আসামি রাজু আলি। নিরাপত্তা-বেষ্টনী ভেদ করে হাসপাতালের বিছানা থেকে এক আসামির পলায়নের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি তাকে খুঁজে বের করতে কালোঘাম ছুটছে পুলিশের।

আজ শনিবার জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে মাদকদ্রব্য সহ জুরিয়ার বাসিন্দা রাজু আলিকে গ্রেফতার করেছিল সদর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত আভিযুক্ত রাজু আলিকে বিশেষ কারাগারে পাঠিয়েছিলেন।। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, হঠাৎ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দেখা দিলে রাজু আলিকে গত ১৪ এপ্রিল চিকিৎসার জন্য তাকে নগাঁও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সে নিউমোনিয়ার রোগী। সূত্রটি জানায়, তার শারীরিক অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। এমতাবস্থায় কী করে সে পালিয়েছে, সে ব্যাপারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, পাশাপাশি ফেরার রাজু আলিকে শীঘ্র পাকড়াও করতে জেলার সব থানাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, সিল করে দেওয়া হয়েছে নগাঁও শহর থেকে বেরনোর সব রাস্তা এবং আন্তঃ জেলা সীমান্ত এলাকা।

প্রাতঃভ্রমণে সস্ত্রীক দিলীপ, ইকো পার্কে কেক কেটে জন্মদিন পালন

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ শুক্রবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শনিবার দিলীপ ঘোষের জন্মদিন। রাজারহাটের ইকো পার্কে এদিন সস্ত্রীক প্রাতঃ ভ্রমণে যান তিনি। সেখানে কেক কেটে তাঁর জন্মদিনও পালন করা হয়।এদিন সকাল থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও পাচ্ছেন বিজেপি নেতা। এদিন দিলীপ ঘোষকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন বলেন, “আমি ওনাকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছি। উনি আনন্দে থাকুন। ভালো থাকুন। জন্মদিনেও দিলীপদাকে শুভেচ্ছা জানাই।”

দিলীপ ও রিঙ্কুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রচনা পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে খোঁচাও দেন। রচনা বলেন, “ইকো পার্ক সবার জন্য। দিদি তৈরি করেছেন বলে আজ সেখানে গিয়ে সবাই দেখা করতে পারছেন, বসতে পারছেন, খাওয়াদাওয়া করতে পারছেন। আনন্দ করতে পারছেন। প্রেমপর্বের সূচনাও হচ্ছে। সব জায়গায় দিদি আছেন।”

প্রসঙ্গত, ইকো পার্ক থেকেই দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদারের সম্পর্কের সূত্রপাত। সেই কথা আগেই জানা গিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ভয়ঙ্কর ছবি সব ভারতীয়কে দেখার আর্জি সুকান্তর

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): “পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হিন্দুদের উপর এমন মৌলবাদী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর বাস্তবিকতা সমস্ত ভারতীয়র দেখা উচিত।” শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য লিখেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলের সংশ্লিষ্ট খবরের ভিডিয়ো যুক্ত করে সুকান্তবাবু লিখেছেন, “শামসেরগঞ্জে উগ্র মৌলবাদী হিংস্রতার আরও একখণ্ড ভয়াবহ ছবি দেখুন : একজন হিন্দু শিক্ষককে প্রায় ২০০ জন আক্রমণকারী ঘেরাও করে রাখে। তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষকের প্রাণনাশ করা। অবাক হয়ে ওই শিক্ষক দেখেন, এদের অনেকেই তাঁর প্রাক্তন ছাত্র, যাদের একদা সন্তানস্নেহে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করার আগেই আক্রমণকারীরা তাঁর বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সম্পত্তি ধ্বংস করার অপচেষ্টা শুরু করে।

ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হিন্দুদের উপর এমন মৌলবাদী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর বাস্তবিকতা সমস্ত ভারতীয়র দেখা উচিত।”

শাশুড়িকে হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ গ্রেফতার

নাহান, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলাতে এক পুত্রবধূর হাতে শাশুড়ির নির্মম হত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শুক্রবার রাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঙ্গালা বস্তি কাঠার সুরাজপুর গ্রামে। পুলিশ অভিযুক্ত পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , শাশুড়ি বানো দেবীকে তাঁর বড় বৌমা বোকড়ি হত্যা করেছে। অভিযোগ, একটি পাত্র চুরির সন্দেহে দুই জনের মধ্যে বচসা বাধে। বচসা থেকে হাতাহাতি হয়। গুরুতর চোট পেয়ে বানো দেবী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।৫

মুর্শিদাবাদে গোলমালের জেরে শ্রমিক সঙ্কট, জলপ্রকল্পের কাজে ধাক্কা খাস কলকাতায়

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে অশান্তি এবং গোলমালের ঘটনার জেরে কলকাতা পুরসভার ধাপা জলপ্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। বিষয়টি শনিবার প্রকাশ্যে এসেছে।

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধাপায় দু’দিন আগে কলকাতা পুরসভার ‘জয় হিন্দ জলপ্রকল্প’-এর সম্প্রসারণের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই তিনি ওই প্রকল্পে শ্রমিক সমস্যার কথা জানতে পারেন। প্রকল্পের আধিকারিক এবং ঠিকাদারেরা মেয়রকে জানান, মুর্শিদাবাদের অশান্তির কারণে শ্রমিক আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর পর মেয়র খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন বিষয়টি যথার্থ।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে অন্য রাজ্য বা রাজ্যের অন্য এলাকা থেকে শ্রমিক এনে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন মেয়র। কলকাতা পুরসভার একটি সূত্র জানাচ্ছে, অশান্তির কারণে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে শ্রমিকেরা আর আসছেন না। অনেকেরই ইদ উৎসব পালন করে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু অশান্তির জেরে এখনই পরিজনদের ছেড়ে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসতে পারছেন না।

এর ফলে ধাপা ‘ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’-এর সম্প্রসারণের কাজ যথাযথ গতিতে এগোচ্ছে না। যদিও ওই প্রকল্পের কাজ আগামী বছরের শুরুতেই শেষ করে সেটি বিধানসভা নির্বাচনের আগে উদ্বোধন করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন পুর কর্তৃপক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে শীঘ্র রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি অসম ভিএইচপির

হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে, ইটের জবাব তরোয়ালে দেওয়ার হুংকা

রঙিয়া (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে অতি শীঘ্র রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর উত্তর-কামরূপ জেলা শাখা।

আজ শনিবার রঙিয়ায় কামরূপের জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে উত্তর-কামরূপ জেলা বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা ও সমর্থকরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কার্যক্রম সংগঠিত করেছেন। প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে জেলাশাসকের মাধ্যমে তাঁরা দেশের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্রও পাঠিয়েছেন।

রঙিয়ার রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অতি রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করার দাবি জানিয়েছেন ভিএইচপির বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, তা না-হলে সমগ্র দেশজুড়ে সহিংস প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না বিশ্বহিন্দু পরিষদ।

প্রতিবাদস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের পদাধিকারী মৃদুল ডেকা বলেন, যদি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হয়, তা-হলে ইটের জবাব তরোয়ালে দেওয়া হবে।

স্থগিত ‘বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী’দের কিছু সংগঠনের সোমবারের নবান্ন অভিযানের ডাক

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার ‘বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী’দের বেশ কয়েকটি সংগঠন মিলে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল। তার দু’দিন আগে শনিবার তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐক্যমঞ্চের নেতা আশিস খামরুই এ খবর জানান।

ঐক্যমঞ্চ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভবানী ভবন, লালবাজার এবং হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে মঞ্চের নেতাদের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে পুলিশের শীর্ষকর্তারা মঞ্চের নেতাদের আশ্বাস দেন, তাঁদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে সরকারকে জানানো হবে। কথা বলা হবে মুখ্যসচিবের সঙ্গে। যত দ্রুত সম্ভব যাতে তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়, তাঁরা সেই চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

এই আশ্বাস বিবেচনা করে সোমবারের প্রস্তাবিত নবান্ন অভিযান স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ : অগ্নিমিত্রা পল

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর কথায়, ’পুলিশের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, পুলিশ, যা একসময় সম্মানের অধিকারী ছিল, এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ আইনশৃঙ্খলা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, কারণ তারা পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, মানুষ বিশ্বাস করে যে পুলিশ সুরক্ষা দেবে না, এফআইআর দায়ের করবে না এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না।’

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে হিংসা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল বলেন, ’এটা স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের অভিভাবক, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হলেন পুলিশ মন্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের অধীনে, কেন্দ্রের নয়। মুখ্যমন্ত্রী যদি চাইতেন, তাহলে কখনও দাঙ্গা হত না। এখানে যা ঘটেছে তা দাঙ্গা নয়, বরং হিন্দু গণহত্যা।’

মাদক মামলায় গ্রেফতার মালয়ালম অভিনেতা টম চাকো

কোচি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): একটি মাদক মামলায় গ্রেফতার হলেন মালয়ালম অভিনেতা টম চাকো। কেরল পুলিশ শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে। মালয়ালম অভিনেতা টম চাকোকে শনিবার কোচি পুলিশ একটি মাদক মামলায় চার ঘন্টা দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেফতার করেছে। মাদক বিরোধী তল্লাশি অভিযানের সময় কোচির একটি হোটেল থেকে চাকো পালিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর এই গ্রেফতার।

উল্লেখ্য, মাদক বিরোধী অভিযান চলছে লক্ষ্য করে হোটেল থেকে এর আগে পালিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা। বৃহস্পতিবার কোচি সিটি পুলিশ জানায়, অভিনেতা টম চাকোর পালানোর পেছনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর আগে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশের মাদকবিরোধী তল্লাশি দেখে হোটেলের ঘর থেকে পালিয়ে যায় অভিনেতা। কোচি সিটি পুলিশের অধীনস্থ ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্টি-নারকোটিক স্পেশাল অ্যাকশন ফোর্স (ডিএনএসএএফ) এই তল্লাশি চালায়। তারপরেই শনিবার গ্রেফতার হলেন মালয়ালম অভিনেতা টম চাকো।

মন্দসৌরে বিয়ে বাড়িতে বিষক্রিয়া, অসুস্থ ১২৫ জন

মন্দসৌর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌর জেলার ফতেহগড় গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে খাবার খেয়ে কমপক্ষে ১২৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শুক্রবার রাতে খাবার খাওয়ার পর অনেকের বমি ও পেট খারাপের উপসর্গ দেখা দেয়। মন্দসৌর জেলা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসকদের দল পৌঁছে চিকিৎসা শুরু করে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ‘রসমালাই’ খেয়ে বিষক্রিয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ওই এলাকার সাংসদ সুধীর গুপ্তা এবং বিধায়ক বিপিন জৈন শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অসুস্থদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নিপীড়নের প্রতিবাদ ধুবড়িতে, মমতা সরকারকে উৎখাত করে শীঘ্র রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি ভিএইচপির

ধুবড়ি (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়াকফ (সংশোধিত) আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে পশ্চিমবঙ্গে সনাতনীদের ওপর নির্বিচারে সংগঠিত অত্যাচার, হত্যা, বলাৎকারের বিরুদ্ধে অসমেও বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। দাবি উঠেছে, শিগগির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করার। আজ ধুবড়িতে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই দাবিতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্থানীয় পদাধিকারী, কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা।

এদিন ধুবড়ির জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মমতা-সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন। অতি শিগগির পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করে জেলাশাসকের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন ভিএইচপির কার্যকর্তারা।

শনিবার কালিকা জুয়েলারির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর
ছিল, প্রশ্ন ছুঁড়েন তিনি। তাঁর সাফ কথা, যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন তিপ্রাসাদের ভবিষ্যত নিয়ে কাউকে খেলতে দেব না।
এদিন তিনি আরও বলেন, আগামীদিনেও ককবরক ভাষার রোমান হরফ ব্যবহারের দাবির আন্দোলন জারি থাকবে। কারণ, আমি কাউকে ভয় পাই না। আমি প্রতিনিয়ত তিপরাসাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলবো। তাঁর অভিযোগ, ককবরক ভাষা পরিষদের জন্যই আজ আমাদের আন্দোলন এতো দুর্বল হয়ে রয়েছে। তাই তিনি সকল তিপ্রাসাদের একজোট হয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন। সাথে তাঁর হুঁশিয়ারি, আঠাশের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এই ইস্যুর স্থায়ী সমাধান বিজেপি-কে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। তাঁর ইঙ্গিত, প্রয়োজনে বিজেপির সাথে জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে তিপরা মথা।

সংঘর্ষ, আহত ৩

● প্রথম পাতার পর
মিয়া, মিনা বেগম ও আরিয়ান হোসেন লাঠিসোঁটা নিয়ে পেয়ারা বেগমের উপর চড়াও হন। পেয়ারা বেগমকে বাঁচাতে তার স্বামী তাহেদ মিয়া ও ছেলে হান্নান হোসেন এগিয়ে এলে তাদের উপরেও হামলা চালানো হয়। লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় তাদের।
পেয়ারা বেগমের অভিযোগ, হামলাকারীরা তার গলার স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করে নেয় এবং তাঁর শরীরের সমস্ত বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে শীলতাহানির চেষ্টা চালায়। ঘটনায় বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পেয়ারা বেগম। অপরদিকে, হান্নান হোসেনও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় পৃথক মামলা দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সবজি ব্যবসায়ীর

● প্রথম পাতার পর
বিবরণে মৃতের ভাই জানিয়েছেন, আজ সকালপ বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন সুভাষটিলা এলাকার বাসিন্দা প্রণব কুমার সাহা। তিনি বটতলা বাজারে সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু মর্ডান ক্লাবের সামনে আসতেই তাঁকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। সাথে সাথে স্থানীয় ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেন এবং দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। কিন্তু ঘাতক গাড়ির চালক ঘটনাস্থলে থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর
পর্যটন স্থানগুলির পরিদর্শনে আসার আমন্ত্রণ জানান। পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সব কিছু সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্ষা শুরুর আগেই রাজ্যে এই পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটি বাস্তবে রূপ পেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রথম এই রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা চালু হবে।
আজকের এই ভার্চুয়াল সভায় পরিবহন দপ্তরের সচিব সি. কে. জমাতিয়া, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ. কে. চাকমা, পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভার্চুয়াল সভায় ধলাই এবং সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা উপস্থিত থেকে উল্লেখিত বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে নতুন ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে : রাজনাথ সিং

লখনউ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে নতুন ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার লখনউতে সংসদ খেল মহাকুম্ভের উদ্বোধনের পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, কেন্দ্র এবং উত্তর প্রদেশ সরকার ক্রীড়া-বান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে। ফলস্বরূপ, ছোট শহরগুলির তরুণরা নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে।
রাজ্যেষ্ঠ সিং বলেন, সরকার ২০৩৬ সালে গুজরাটে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক গেমস আয়োজনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, একইসঙ্গে ভারতে অন্যান্য বিশ্বমানের গেমস আয়োজনের জন্যও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, খেল মহা কুম্ভের ফলাফল আগামী বছরগুলিতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে, যখন লখনউয়ের তরুণ খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক পদক জিতবে। তিনি উল্লেখ করেন, তৃণমূল স্তরে প্রায় ১,০০০ খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্রে হাজার হাজার খেলোয়াড় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। রাজনাথ সিং বলেছেন, উত্তর প্রদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে; মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উচিত পরবর্তী জাতীয় গেমস আয়োজনের জন্য প্রচেষ্টা করা।

তৃণমূল কংগ্রেসের 'সহযোদ্ধাদের' সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার আর্জি কুণালের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোদ্ধাদের প্রতি সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার আর্জি জানালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।তিনি শনিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "১) সোশ্যাল মিডিয়া আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ। যথাসম্ভব সক্রিয় থাকুন।
২) নিজের ছবি, কর্মসূচির ছবি, নেতার সঙ্গে ছবি একশোবার পোস্ট করুন। কিন্তু তার সঙ্গে দল বা শীর্ষনেত্রী, নেতার বক্তব্য পোস্টে রাখুন, শেয়ার করুন।
৩) শুধু নিজেদের ভালো ছবি নয়, বিরোধীদের কুৎসার জবাব দিন। প্রতি ইস্যু, প্রতি পয়েন্টে জবাব দিন। যে ইস্যুতে মানুষের কিছু সাময়িক বিভ্রান্তি, সেখানে কড়াভাবে দলের লাইনে যুক্তি দিন। ইস্যুভিত্তিতে নীরব থেকে জল মাপবেন না। নিজেদের ভালো ছবি দেবেন, অথচ অপ্রিয় ইস্যুতে ব্যাট করবেন না, এটা দৃষ্টিকটূ। কিছু ক্ষেত্রে ঝড়ের সময় অনেককে দেখা যায়নি। আবার ঝড় থামতে সক্রিয়। এটা সবাই বোঝে।
৪) দল আছে বলে আমরা যে যার জায়গায়। কোথাও আত্মসমালোচনা থাকতে পারে, তবে তার মধ্যেও আরও অগ্রগতি, মেরামতি। দলের সব ঠিক থাকলে আমি সরব, সব গৌরবের অংশীদার; আর চলার পথে অপ্রিয় ইস্যু এলে আমি নীরব বা বিবেক; এটা হতে পারে না। বিতর্কিত ইস্যুতে মানুষের মাঝে আরও নিবিড় প্রচার আমাদের কর্তব্য। একদল তুমুল গালমন্দ খেয়েও প্রচার করে যাবে, আর কিছু অংশ ইস্যুভিত্তিক জল মাপবে, সব ঠিক হয়ে গেলে আবার পোস্ট হবে, এটা দুর্ভাগ্যের। দলের ভালোর প্রভাবটা নিতে গেলে, অপ্রিয় ইস্যুতেও থাকতে হবে। এটা জীবনের নিয়ম।৫) মূলত তিনরকম প্রচার জরুরি: ক) মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কর্মসূচি। খ) বিরোধীদের কুৎসা, অপপ্রচার, চক্রান্ত, বৈষম্যের জবাব। গ) হঠাৎ তৈরি হওয়া ইস্যুগুলিতে লাগাতার বিরোধী অপচেষ্টার পাল্টা তথ্য, যুক্তি, তুলনামূলক ছবি।সর্বশেষ নেতাজি ইন্ডোরের সভাতে যত লোক দেখেছি, যত পোস্ট, যত সেলফি; তার ১০%ও যদি আরজিকরের সময়ে থাকত, কুৎসাকারীরা অনেক আগে থামতে বাধ্য হত। এই প্রবণতা বারবার চলতে পারে না। সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, দলীয় পদাধিকারীরাও দয়া করে কার্যকরীভাবে সক্রিয় হোন।
যাঁরা সক্রিয়, মজার কথা, তাদের মধ্যে নেতার থেকে কর্মী, সমর্থক বেশি। কেন, নেতা হয়ে গেলে কি সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের হয়ে সওয়াল, তর্ক করতে সম্মানে লাগে? সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা অনেকেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে দলের হয়ে বাংলার স্বার্থে লড়ছেন, তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। জয় বাংলা।"

অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করা হয়। এই দপ্তর মনিটরিংয়ের দায়িত্ব পালন করে। এই দপ্তর রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।
চিটফান্ড ও মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে চিটফান্ডে বহু মানুষ প্রতারিত হয়েছেন। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সম্পত্তি অকশন করে এর অর্থ সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা রাখা হচ্ছে। পরে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। তিনি অফার প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। নিজের পারফরমেন্স বাড়াতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। তিনি দপ্তরকে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং দপ্তরের আধিকারিকদের তাদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় অফার প্রাপকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই দপ্তর স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টদের মাধ্যমে রাজ্যে স্বল্প সঞ্চয়ে অর্থ সঞ্চয় বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যে সিডি (ক্রেডিট ডিপোজিট) রেশিও-র হার রয়েছে ৫১ শতাংশ। স্বাগত ভাষণে স্মল সেভিংস, গ্রুপ ইন্সটিটিউশন এবং ইন্সটিটিউশনাল ফিনান্স দপ্তরের অধিকর্তা রাখী বিশ্বাস বলেন, এই দপ্তরের অধীনে মোট ৩৩৬৬ জন এজেন্ট রয়েছেন। তিনি দপ্তরের নানা কর্মসূচি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে অর্থমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ অফার প্রাপকদের হাতে অফারগুলি তুলে দেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্মল সেভিংস, গ্রুপ ইন্সটিটিউশন এবং ইন্সটিটিউশনাল ফিনান্স দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অ্যামেলিয়া রিয়াং।

বিলোনীয়াবাসীর

● প্রথম পাতার পর
দীর্ঘ এক থেকে দেড় কিলোমিটার বাঁধ তৈরি করছে। এই বাঁধের কাজ প্রায় শেষের পথে। হঠাৎ গ্রামবাসী প্রত্যক্ষ করে যে বাঁধের কোথাও জল যাওয়ার রাস্তা রাখা হয়নি। তাই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাবাসীরা।প্রসঙ্গত, যেখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত চুক্তি ছিল কোন দেশ সীমান্তে কিছু করতে গেলে তা সীমান্তের পিলার থেকে দেড়শো গজ দূরে করতে হবে। বাংলাদেশের ওই বাঁধ নিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা রয়েছে। এলাকাবাসী এবিষয়ে অতি দ্রুত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।এলাকাবাসী আরও জানিয়েছেন, বাংলাদেশ প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ টি ড্রজার নিয়ে দিন-রাত বাঁধ তৈরির কাজ করে চলছে। এই এলাকার জনগণের দাবি, বাংলাদেশ হয় বাঁধ তুলে দিক না হয় জল নিষ্কাশনের রাস্তা রাখুক।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর
২৭৮১ জন ছাত্রী। আরও জানানো হয়েছে, আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬৪৪ জন পি.সি.এম. গ্রুপের জন্য, ৩০৪৮ জন পি.সি.বি. গ্রুপের জন্য এবং ১৬০৪ জন উভয় গ্রুপের জন্য আবেদন করেছে। এ বছর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড থেকে এক বিবৃতিতে এটা জানানো হয়েছে।

রাজ্যপালের পা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন জাফরাবাদের নিহত বৃদ্ধের স্ত্রী

মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে অশান্তির আবহে নিহত বৃদ্ধ এবং তাঁর ছেলের বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর পা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন জাফরাবাদের সেই নিহত বৃদ্ধের স্ত্রী। তিনি রাজ্যপালকে বললেন, "আমার সব হারিয়েছে। আমরা ঘুমোতে পারছি না। আপনি দয়া করে কিছু করুন।"
রাজ্যপাল শনিবার যান মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জের উপদ্রুত এলাকায়। নিহত বৃদ্ধের স্ত্রী রাজ্যপালকে জানান, তাঁরা খুবই আতঙ্কে রয়েছেন। অশান্তির সময় তাঁদের বাড়িতে লুটপাট চলেছে। তাঁদের দাবি, নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় বিএসএফের স্থায়ী ক্যাম্প বসানো হোক।স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। সকলের অভিযোগ শোনার পর তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে কিছু অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা যাতে সরাসরি ফোন করতে পারেন, সেই নম্বর দেওয়া হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য। রাজ্য সরকারকে বলব, উপযুক্ত পদক্ষেপ করুন।" নিহতের বাড়িতে রাজ্যপাল যাওয়ার আগে সেখানে গিয়েছিলেন মালদার ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র।
নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তির জেরে মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ, সুতি এবং ধুলিয়ানের অনেক বাসিন্দা গঙ্গা পেরিয়ে ও পারে মালদায় আশ্রয় নিয়েছেন। এর আগে শুক্রবার তাঁদের সেই শিবিরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

মুর্শিদাবাদ ডায়েরি-১ : একটি বাড়ি, দু'টি মৃতদেহ ও প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত নিরীহরা

মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের জাফরাবাদে গ্রামের শেষ প্রান্তে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি এলাকা এখন নীরবতা ও শোকে নিমজ্জিত। এখানকার প্রতিটি বাড়িতে, যেখানে একসময় হাসি-খুশির বাতাবরণ ছিল, এখন ভাঙা দরজা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র এবং ইটের টুকরো, সেই ভয়াবহ বিকেলের পরিস্থিতি জানান দিচ্ছে, যখন হাজার হাজার হিংস্র মানুষ এই বাড়িটিকে মৃত্যুক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। গত শনিবার, ১২ এপ্রিল হরগোবিন্দ দাস ও তার ছেলে চন্দন দাসকে তাদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। একই দিনে, একটি বাড়ি থেকে দু"টি মৃতদেহ বের করা হয়েছিল এবং চিৎকার, কান্না ও প্রশ্ন রেখে গিয়েছিল। 'টাকা কি আমার ছেলে এবং স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে?' ঘরের ভেতরে, এক কোণে বসে এই কথা বলছেন ৬৫ বছর বয়সী পারুল দাস - চন্দনের মা এবং হরগোবিন্দের স্ত্রী। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ভাঙা গলায় সে বলে, "আমি মমতা দিদির বাংলার একজন মা টাকা দিয়ে আমি কী করব টাকা কি আমার স্বামী আর ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে?" সে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার কথাগুলো স্পষ্টভাবে সেই অশ্রুসিক্ত বেদনাকে প্রতিফলিত করে যা কেবল একজন মা এবং স্ত্রীই অনুভব করতে পারেন।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, আক্রমণটি সুপরিকল্পিত ছিল। প্রথমে পাথর ছোঁড়া, তারপর দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা এবং তারপর লাঠি, তরবারি এবং লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করা। স্থানীয়রা বলছেন, 'হাত কেটে ফেলা হয়েছিল, পা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং সারা শরীরে ক্ষত ছিল।' হরগোবিন্দ দাসের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাড়ি লুটপাট করা হয়েছে এবং জিনিসপত্র ধ্বংস করা হয়েছে। সেই বর্বরতার মাঝে, কেবল একটি প্রশ্নই ভেসে উঠল - 'এই দেশে হিন্দু হওয়া কি অপরাধ?' ছেলের চোখে শুধু অশ্রু নয়, আগুনও। মাত্র ১১ বছর বয়সী চন্দন দাসের ছেলে আকাশ, তাঁর বাবা এবং দাদুর ষষ্ঠীর দিনে (বৃহস্পতিবার, যখন হিন্দুস্থান সমাচারের দল গ্রাউন্ড রিপোর্টিংয়ের জন্য তাঁর বাড়িতে পৌঁছেছিল) ভগ্ন হৃদয়ে বলে, 'বাবা এবং দাদুর কী দোষ ছিল? তাদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। আমি এখনও পড়াশোনা করছি, সময় এলে আমি তোমাদের বলব আমি কী হব।' তার প্রশ্নের কোনও জবাব হয় না, প্রশাসনের কাছেও নয়, রাজনীতির কাছেও নয়।
'কেন আমাদের মারা হল... শুধুমাত্র হিন্দু বলে?' চন্দনের শ্যালিকা শ্রাবণী দাস রাগে তখন কাঁপছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। তাহলে আমাদের বাড়িতে কেন হামলা করা হয়েছিল? কেন আমাদের মারা হয়েছে? শুধুমাত্র হিন্দু বলে?' তার কণ্ঠে এখন কোনও ভয় নেই, বরং বেদনা।

কমিশনারের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর
হঠাতই তাকে লক্ষ্য করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কমিশনার বাবু। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গালিগালাজ থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করে। অভিযোগ উঠে নিজের পরনের বেল্ট খুলে পর্যন্ত মেরেছে মানসিক ভারসাম্যহীন চন্দন শিংকে। যদিও ঘটনার কিছু সময় পরেই প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ একজন পরিবারের লোকেদের বিষয়টি জানায় কিন্তু ওই রাতে ভীত সন্ত্রস্ত চন্দনকে খুঁজে না পেয়ে আজ সকালেই তার পরিবারের লোকেরা তাকে আহত অবস্থায় সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তার চিকিৎসা করিয়ে সোনামুড়া থানায় অভিযুক্ত কমিশনার রাকেশ ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করে, এ বিষয়ে এলাকাবাসীদের সঙ্গে আসা চন্দন সিনিয়র ছোট ভাই দীপক সিং সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে ঘটনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আর্জি জানান।
যদিও এলাকাবাসীর অভিমত এখন অব্দি ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি চন্দন শিং এর দ্বারা কোন অনিষ্ট হয়নি ওই এলাকাবাসীর। তাহলে কেন এই সাধারন মানুষটির উপর বর্তমান শাসক দলের সমাজসেবীর নামধারী এই কমিশনার বাবু এই আচরণ করলেন। ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

আহ্বান বিপ্লবের

● প্রথম পাতার পর
আনা। এই প্রকল্পের সূচনা করে, মান্দাইয়ের বোরাখায় (পাটনি) স্বর্গীয় পিতা হিরুধন দেবের স্মৃতিতে একটি চারা গাছ রোপন করেছিলেন তিনি ন আজ এই প্রকল্প ক্ষেত্রটি পরিদর্শন করে এর অগ্রিগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং বাবার স্মৃতিতে রোপন করা গাছটিও ঘুরে দেখেন।
কিভাবে এই প্রকল্পকে সুদূর প্রসারি সফল বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে নব দপ্তরের আধিকারীকদের সাথে আলোচনা করেন। স্থানীয় নাগরিকদেরকেও এর রক্ষনাবেক্ষনে এগিয়ে এসে তাকে নিজেদের ভেবে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতার আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, এর প্রতি মানুষকে আরও উৎসাহিত করতে, বন দপ্তরের অধিকারীক সহ অন্যান্য পদাধিকারী, বনকর্মী সহ অন্যান্যদেরকে প্রাথমিক ভাবে তাঁদের প্রিয়জনের স্মৃতিতে গাছ লাগানোর আবেদন জানিয়েছেন। এই প্রকল্প সম্পর্কে আরও জন জাগরণ ও বেশী সংখ্যায় মানুষকে এতে যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর
জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানায় খবর আসে আট নং জাতীয় সড়ক দিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জাতীয় সড়কের নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে বসে থাকে। ওই সময় টিআর০১একিউ-১৫১৬ নম্বরের একটি ট্রাক গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৬৯ প্যাকেটে মোট ৩৪৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সাথে আটক করা হয় ট্রাক চালক মনিতা মোহন জামাতিয়াকে। ধৃতের বাড়ি তেলিয়ামুড়া খামার বাড়ি এলাকায়।

জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়ে হাতির হামলায় মহিলা জখম

লাতেহার, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের মারাংলইয়া জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়ে হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত হন সুনীতা দেবী নামে এক মহিলা। শনিবার সকালে ৩ জন মহিলা জঙ্গলে গেলে আচমকা ১৭-১৮টির হাতির দল সেখানে আসে। এক হাতি সুনীতাকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে ফেলে। অন্য দুই মহিলা পালিয়ে বাঁচেন।আহত সুনীতাকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রিমসে পাঠানো হয়। বনবিভাগ তাঁর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

বিজেপি কর্মীদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণের অভিযোগ সুকান্তর

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূলের 'সশস্ত্র গুন্ডাদের' বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণের অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।
শনিবার চারটি ছবি-সহ এক্সবার্তায় সুকান্তবাবু লিখেছেন, "যথেষ্ট হয়েছে! আজ সকালে তৃণমূলের স্থানীয় সভাপতি সাইফুদ্দিন মোল্লার মদদে সশস্ত্র গুন্ডারা জেলিয়াখালির পাখিরালার ১৯২ এবং ১৯৩ নম্বর বুথে বিজেপি কর্মীদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী শাসনে, অযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে - কোনও সাহায্য করছে না, এমনকি আহতদের সাহায্যকারীদেরও হয়রানি করছে। আমরা পূর্ণ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা দাবি করছি। আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের সহিংসতা সহ্য করা হবে না।"এই বার্তা তৃণমূল কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন সুকান্তবাবু।

প্রকাশ্যে এলো নেতাজির শেষ জীবিত সহযোগীর প্রয়াণের খবর

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): নীরবে, প্রচারের আলোর বাইরে চলে গেলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবিত সহযোগী বীর পসউই সুওরো। শনিবার এক্সবার্তায় এই খবর জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।
কুণাল লিখেছেন, "তাঁর গ্রামেই একটানা ৯ দিন ছিলেন নেতাজি। ১০৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন নাগাল্যান্ডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী পসউই সুওরো। গত ১৫ এপ্রিল বিকেলে নাগাল্যান্ডের রুজাঝো গ্রামে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
নেতাজির দোভাষী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি নাগাল্যান্ডে আজাদ হিন্দ ফৌজের গাইড হিসাবেও কাজ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, পসউই সুওরো নাগাল্যান্ডের একটি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বলে সূত্রের খবর। তিনি তাঁর নিজের সমাজের একটি বড় স্তম্ভ ছিলেন। ভারতের সেই সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সৈনিকও ছিলেন তিনি।
আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভারত ভূমিতে ঢুকে সক্রিয় হতে সহযোগিতা করেছিলেন। নেতাজির সঙ্গে কাটিয়েছিলেন বেশ কয়েকদিন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর সঙ্গী ছিল নেতাজির ছবি। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলের পরের সময়ে তাঁর গ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একটানা নয় দিন ছিলেন। এই সময়ে স্থানীয় নাগা নেতৃত্বের সঙ্গে নেতাজির যে বৈঠক হত সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন পসউই সুওরো।
নেতাজির সঙ্গে স্থানীয় নেতৃত্বে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই তিনি কাজ করতেন। বহু ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়। এর পাশাপাশি তাঁর দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান পসউই সুওরো কে এক বিশেষ জায়গা দিয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। দশকের পর দশক ধরে তিনি জনসেবার কাজের সঙ্গে যুক্ত।
মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসুদের ভিড় উপচে পড়ত। ইতিহাসবিদ থেকে গবেষক প্রত্যেকেই যেতেন তাঁর কাছে। তাঁরা উদগ্রীব হয়ে শুনতেন নেতাজির সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা। চিরশান্তিতে থাকুন তিনি।'

মুর্শিদাবাদের হিন্দু নিধন সরকার ও প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): মৌলবাদীরা সরকার ও প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার অজুহাতে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে হিন্দুদের জাতিগত নির্মূল করতে উদ্যত হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "হিন্দু পরিবার গুলি, বিশেষ করে মায়েরা, বোনেরা, দুধের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, এক কাপড়ে, ঘর বাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, গবাদি পশু ফেলে রেখে প্রাণ ও সম্ভ্রম বাঁচাতে নদী পেরিয়ে মালদহের বৈষ্ণবনগরের দেওনাপুর-সোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পারলালপুর হাই স্কুল সহ অন্যান্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন।
তারপর এই নির্লজ্জ ও বিবেকহীন রাজ্য সরকার কি করলো? ত্রাণ শিবিরগুলোকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পরিণত করে দিলো। শরণার্থীদের সংবাদমাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি অথবা বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধা দিচ্ছে। আশ্রয়হীন হিন্দুদের কাঁকর ভর্তি চালের ভাত ও পোকা লাগা সবজি দিয়ে রান্না করা মুখে তোলার অযোগ্য নিম্নমানের খাবার খেতে দিচ্ছে। এলাকার ভারপ্রাপ্ত পুলিশের আধিকারিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি গোডাউনের ভেতর চালান করছে ও সস্তার মালপত্র শিবিরে সরবরাহ করছে।
এমনকি, যে স্বেচ্ছাসেবীরা মানবিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের হয়রানি করছে যাতে কেউ সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দেয়। এমনই এক নোটিশের কপি সংযুক্ত করলাম।
এই হিন্দু শরণার্থীরা নির্যাতন ও প্রাণনাশের ভয়ে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এসেছেন। তাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ কেবল অমানবিকই নয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাজ্য সরকার ও পুলিশের এই নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা, স্বাধীনভাবে যোগাযোগের অধিকার এবং স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে।
মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে, তাদের কণ্ঠরোধ করার এই নির্লজ্জ প্রয়াস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শরণার্থীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের দেওয়া ত্রাণ সামগ্রী শিবিরের মধ্যে সর্বসমক্ষে গ্রহন করতে হবে এবং ব্যবহার ও বিতরণ করতে হবে।যদি এই নিন্দনীয় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চলতে থাকে তাহলে এই নির্লজ্জ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবো।"

রাজ্য ক্রিকেটে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মোহনপুর মহকুমা দল। হারিয়েছে গন্ডাছড়াকে ৫৩ রানের ব্যবধানে। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে মোহনপুর কিছুটা স্বস্তিতে হলেও গ্রুপ থেকে মুল পর্বে পৌঁছানো তাদের কাছে অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা প্রথম দিকে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে বিশালগড়ের কাছে ৮ উইকেটে এবং সদর এ-র কাছে ১৭১ রানে হেরে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে মোহনপুর আজ, শনিবার ৫৩ রানের ব্যবধানে গন্ডাছড়াকে পরাজিত করে রাজ্য ক্রিকেটে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। মোহনপুর মাঠে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর খেলা শুরু করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২০ করা হয়েছে। টসে জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে গন্ডাছড়া ছয় উইকেট হারিয়ে ৮০ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের বিশাল সরকার ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত ৫২ বলে ৫২ রান এবং বোলিংয়ে উইকেট পেয়ে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সৌজন্যে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, গন্ডাছড়ার সমীর দেবনাথের ২৭ রান ও মোহনপুরের মনীষ সরকারের ২৩ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে মোহনপুরের সৌরভ দত্ত ৬ রানে দুইটি এবং মনোজ দাস ৮ রানে একটি উইকেট পেয়েছে।

রাজ্য ক্রিকেটে তেলিয়ামুড়াকে হারিয়ে মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে কমলপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় কমলপুর মহকুমা দলের। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয় পেয়েছে।

তেলিয়ামুড়া কে নয় উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। গ্রুপে নিজেদের এক ম্যাচ বাকি থাকলেও এ পর্যন্ত অপরাজেয় কমলপুর মূল পর্বের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। আজ, শনিবার কমলপুর মাঠে ম্যাচ শুরুতে অনেকটা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৬ করা হয়। টস জিতে কমলপুর প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া নির্ধারিত ২৬ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর ১৮.২ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ব্যাটিংয়ে তেলিয়ামুড়ার দেবার্পন ভট্টাচার্য্যের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য হলেও বোলারদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

কমলপুরের প্রান্তিক শীল ৩৩ রান এবং পারজ্যাক দেববর্মা ৩২ রান পায়।

বোলিংয়ে কমলপুরের ওয়াহেদ মিয়া নয় রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় সহজ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। তুষার শীল ১২ রানে এবং তেলিয়ামুড়ার সায়ন রায় ১৬ রানে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

রাজ্য ক্রিকেটে সাব্রুমকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো অমরপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে অমরপুর মহকুমা দল। প্রথম ম্যাচে পরাজয়, দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় অমরপুর দলের খেলোয়াররা হতাশ হলেও আজ, শনিবার জয়ের পর কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের। সাব্রুমের ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য অনেকটা দেরি হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২০ ওভার করা হয়। টস জিতে সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮.১ ওভার খেলে সাব্রুম ৭৮ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। জবাবে অমরপুর ৬ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের আয়ুষ দেবনাথ সাত রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে দলের জয় সহজ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে অমরপুরের সায়ন দাসের ২২ রান, শায়ন্ত ঘোষের ১৭ রান, সাব্রুমের দেবাংক দে-র ১৬ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে অমরপুরের দীপঙ্কর সাহা এবং সাব্রুমের ঈশান মজুমদার তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

টি-টোয়েন্টিতে কোহলি-রোহিত অতীত, কারা উঠে আসছেন ? জবাব নিয়ে হাজির আইপিএল

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরেই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজা। পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ সালে। এ বারের আইপিএলই খুঁজে দেবে আগামীর তারকা। পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গাও করে নিতে পারেন তাঁদের মধ্যে কেউ। ভারতীয় দলের বেঞ্চ স্ট্রেংথ কেমন? টপ অর্ডার-টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে নিয়মিত ওপেন করেন সঞ্জু স্যামসন এবং অভিষেক শর্মা। এ বারের আইপিএলে ওপেনার হিসাবে নজর কেড়েছেন সাই সুদর্শন। গুজরাত টাইটান্সের এই ওপেনার ৬ ম্যাচে ৩২৯ রান করেছেন। চারটি অর্ধশতরান করে ফেলেছেন। রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ায় ভারতের এক জন ওপেনার প্রয়োজন। এ বারের আইপিএল দেখলে সুদর্শনের অবশ্যই সুযোগ পাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে দাবি জানাবেন ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য্যও। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে ছ’বলে ছ’ছক্কা মেরেছিলেন প্রিয়াংশ। তাঁকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিল পঞ্জাব। প্রথম ম্যাচে ২৩ বলে ৪৭ রান করে বুঝিয়ে দেন, তাঁর উপর ভরসা রেখে ঠিক করেছে তারা। এখনও পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ২১৬ রান করেছেন তিনি। একটি শতরানও করেছেন।ভারতের হয়ে তিন নম্বরে খেলার জন্য রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব এবং তিলক বর্মা। তাঁদের সঙ্গে লড়াই হতে পারে রজত পাটীদারের। পাঁচটি ইনিংস খেলেছেন তিনি। করেছেন ১৮৬ রান। দু’টি অর্ধশতরান করেছেন পাটীদার। তবে তিন নম্বরে খেলার জন্য এখনও পরিণত নন তিনি। তাই সূর্যকুমার বা তিলককে টপকে জায়গা করে নেওয়া কঠিন হবে তাঁর জন্য। এ বারের আইপিএল থেকে তিন নম্বরে খেলার মতো উঠতি ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত পাটীদারই। মিডল অর্ডার-টি-টোয়েন্টিতে ভারতের মিডল অর্ডারে খেলেন সূর্যকুমার, তিলক, হার্দিক পাণ্ড্য, অক্ষর পটেলের মতো ক্রিকেটারেরা। এ বারের আইপিএলে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই ৬ ম্যাচে ১৭০ রান করেছেন। তাঁর গড় ৩৪ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪২.৮৫। একটি ম্যাচে অর্ধশতরান করেছেন। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সঙ্গে রঘুবংশীকে তৈরি করার কথা ভাবতে পারে বোর্ড।ফিনিশার-ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে ফিনিশারের অভাব নেই। রিঙ্কু সিংহ রয়েছেন। কিন্তু তিনি এ বারের আইপিএলে ফর্মে নেই। তাঁকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে পারেন আশুতোষ শর্মা। ২০২৩ সাল থেকেই আইপিএলে পরিচিত মুখ আশুতোষ। আগে খেলতেন পঞ্জাব কিংসের হয়ে। এখন তিনি দিল্লির ভরসা। ২৬ বছরের আশুতোষ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ৩১ বলে ৬৬ রান করেন। তিনি প্রায় একার হাতেই ম্যাচ জেতান। আশুতোষ ব্যাট করতে নামার সময় দিল্লি ৬৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল। সেখান থেকে ২১০ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লি। এখনও পর্যন্ত চারটি ইনিংসে ৯৯ রান করেছেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৭৩.৬৮ ।অলরাউন্ডার-টি-টোয়েন্টি দলে অলরাউন্ডারদের ভিড়। হার্দিক, অক্ষর, ওয়াশিংটন সুন্দর, শিবম দুবের মতো ক্রিকেটারেরা রয়েছেন। এ বারের আইপিএলে অলরাউন্ডার হিসাবে নজর কেড়েছেন বিপরাজ নিগম। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ২০ বছরের তরুণ ক্রিকেটার ১৫ বলে ৩৯ রান করেন। পাঁচটি চার এবং দু’টি ছক্কা মারেন বিপরাজ। আশুতোষ এবং বিপরাজ মিলে ২২ বলে ৫৫ রান করেন। উত্তরপ্রদেশের বিপরাজ ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি ম্যাচ খেলেননি। তবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে তাঁর ৮ বলে ২৭ রানের ইনিংস নজর কেড়েছিল। তবে বিপরাজ ব্যাটার নন, বোলার হিসাবেই দলে জায়গা পান। লেগ স্পিনার তিনি। আইপিএলে ছ’টি ম্যাচে এখনও পর্যন্ত নিয়েছেন সাতটি উইকেট। অলরাউন্ডার বিপরাজ ব্যাট হাতে তিনটি ইনিংসে করেছেন ৫৪ রান। তাঁর স্ট্রাইক রেট ২১৬। অলরাউন্ডার হিসাবে তাঁর কথা ভাবা যেতেই পারে।উইকেটরক্ষক-ভারতীয় দলে উইকেটরক্ষক হিসাবে সঞ্জু স্যামসন ছাড়াও রয়েছেন লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেলের মতো ক্রিকেটার। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন বাংলার অভিষেক পোড়েল। ৬ ম্যাচে ১৫৬ রান করেছেন তিনি। গড় ৩১.২০ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪৩.১১। পন্থ গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি ক্যাপিটালসের তৎকালীন ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিষেককে দলে নেন। অভিষেক কিন্তু ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে হতাশ করেননি। আইপিএলে পারফর্ম করে অভিষেক নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন। দিল্লির প্রথম দলে নিয়মিত হয়ে উঠেছেন।স্পিনার-টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা। সেই জায়গায় অক্ষর, ওয়াশিংটন যেমন রয়েছেন, তেমনই রবি বিশ্নোই এবং বরুণ চক্রবর্তীও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে এ বারের আইপিএলে নজর কেড়েছেন বিগ্নেশ পুতুর। বাঁহাতি স্পিনারের বয়স ২৪ বছর। কব্জির মোচড়ে নজর কেড়েছেন পুতুর। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই চমকে দিয়েছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেট না-খেলা এই স্পিনার কেরলের ক্লাব ক্রিকেটে খেলতেন। সেখান থেকেই তাঁকে খুঁজে এনেছে মুম্বই। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই তিন উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ৪ ওভারে ৩২ রান দিয়ে আউট করেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে এবং দীপক হুডাকে। মুম্বইকে যদিও ম্যাচটা জেতাতে পারেননি। কিন্তু পুতুর নজর কেড়ে নেন। তাঁর প্রশংসা করেন ধোনিও। চার ম্যাচে ছ’টি উইকেট নিয়েছেন পুতুর। তাঁর সঙ্গে সাই কিশোরও ভারতীয় দলে ঢোকার দাবি জানাতে পারেন। ৬ ম্যাচে ১০টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। তামিলনাড়ুর কিশোরের বয়স ২৮ বছর। দেশের হয়ে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৩ সালে। কিন্তু তার পর থেকে আর জায়গা পাননি। এ বারের আইপিএলে ফর্মে রয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার। সেই সঙ্গে অবশ্যই নজরে থাকবেন দিগ্বেশ রাঠী। আইপিএলে সাত ম্যাচে ন’উইকেট তুলে নিয়েছেন এই লেগস্পিনার। দিল্লির দিগ্বেশকে কিনেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। মুস্তাক আলি ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচে আট উইকেট নিয়েছিলেন দিগ্বেশ। নিলামের আগে যদিও প্রথম দু’টি ম্যাচে তিন উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু লখনউ তাঁকে নিয়ে যে ভুল করেনি সেটা প্রমাণিত। প্রতি ম্যাচেই উইকেট নিচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে চর্চায় তাঁর নোটবই উৎসব।

পেসার-পেস আক্রমণ সামলানোর জন্য ভারতীয় দলে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিংহের মতো ক্রিকেটার রয়েছেন। এ বারের আইপিএলে নজর কাড়ছেন খলিল আহমেদ। ২৭ বছর বয়সি এই বাঁহাতি পেসারের জন্ম রাজস্থানে। আইপিএলে তিনি খেলছেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। এর আগে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন। ভারতের হয়েও ১৮টি টি-টোয়েন্টি এবং ১১টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। দেশের হয়ে শেষ বার তাঁকে খেলতে দেখা গিয়েছিল গত বছর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। তার আগে ২০১৯ সালে খেলেছিলেন তিনি।

বিশালগড়কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত সদর এ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক সদর এ-এর। টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে সদর-এ মহকুমা দল গ্রুপ বি থেকে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে সদরে এ দল আজ, শনিবার বিশালগড়কে ৭ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সদর এ দল ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ায় নির্ধারিত ওভার কমিয়ে ৪২ করা হয়। ৩৭ ওভার খেলে বিশালগড় ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে সদর এ দল ৩২.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী সদর এ দলের বোলার তানিষ্ক চক্রবর্তী ২৩ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয়ের বড় ভূমিকা নেয়। ব্যাটিং এ সন্দীপন দাসের ৭৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সন্দীপন ৪২ বল করে খেলে এগারোটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৭৩ রান পায়। অয়ন দেবনাথ ৩৯ রান এবং বিশালগড়ের উদয়ন দত্ত ২৯ রান সংগ্রহ করে। বোলিং এর সদর এ-র চন্দ্রস্নাত গোস্বামী ২৬ রানে তিনটি এবং বিশালগড়ের মুস্তাকিম আল ফারহান ২৪ রানে দুটি উইকেট পায়। দারুন বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে তানিষ্ক পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ব্যাগ গুছিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিমানবন্দরে কামিন্স ! আইপিএলের মাঝেই ভারত ছাড়লেন হায়দরাবাদ অধিনায়ক ?

শুক্রবার সকালে স্ত্রী রেবেকা কামিন্সকে নিয়ে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে হাজির প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার বিমানে ওঠার আগে ভারতকে বিদায় জানালেন রেবেকা। তবে আইপিএলের মাঝেই বাড়ি ফিরে গেলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক? সকালে সমাজমাধ্যমে রেবেকার পোস্ট দেখে চমকে ওঠেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।শক্তিশালী দল গড়েও এ বারের আইপিএলে একের পর এক ম্যাচ হারছে হায়দরাবাদ। এখনও পর্যন্ত সাতটি ম্যাচ খেলে দু’টি জয় পেয়েছেন কামিন্সেরা। পয়েন্ট টেবলে ১০টি দলের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছেন তাঁরা। স্বাভাবিক ভাবেই চাপে রয়েছেন অধিনায়ক কামিন্স। তাই সকালে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বিমানবন্দরে কামিন্সের ছবি দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। কারণ নিজেদের ছবি দিয়ে সমাজমাধ্যমে রেবেকা লেখেন, “বিদায় ভারত। আমরা সুন্দর এই দেশটা ঘুরে দেখতে ভালবাসি।”হায়দরাবাদ সমর্থকদের অবশ্য উদ্বেগের কিছু নেই। তাঁদের অধিনায়ক ভারতেই থাকছেন। আইপিএল খেলবেন। দলকে নেতৃত্বও দেবেন। শুক্রবার দেশের ফিরে গেলেন তাঁর স্ত্রী রেবেকা। দেশে ফেরার আগে ভারতকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। বিমানবন্দরে স্ত্রীকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন কামিন্স। এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার নেই ।আইপিএলে অবশ্য চেনা ফর্মে দেখা যাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ককে। সাতটি ম্যাচ ৭টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। ওভার প্রতি খরচ করেছেন ১০.২২ রান।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগরকে হারিয়ে প্রথম জয় পেলো কৈলাশহর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে কৈলাশহর মহকুমা দল। প্রথম খেলায় খেলতে নেমে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়টা এখনও কৈলাশহরকে ভাবাচ্ছে। ইতোমধ্যে আজ, শনিবার চার উইকেটের ব্যবধানে ধর্মনগর কে হারিয়ে কৈলাশহর মূল পর্বের প্রত্যাশা জিইয়ে রেখেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের। কৈলাসহর মাঠে আজ, সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কৈলাশহর প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ধর্মনগর ৪৯.৩ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কৈলাশহর ৪৬.১ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ধর্মনগরের জয়দেব দে ৫৮ রান, দেবজিৎ দাস চল্লিশ রান সংগ্রহ করলেও বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

উলা শহরের রাজন সিনহা সর্বাধিক ৩২ রান পায়। বোলিংয়ে কৈলাশহরের অনিক দে ২৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া ধর্মনগরের নৈঋত ধর এবং কৈলাশহরের মহসিন হোসেন দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু মেসির, দু’টি বিষয়ে নিশ্চিত হলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন লিয়ো

প্যারিস সঁ জঁরম থেকে আবার বার্সেলোনায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন লিয়োনেল মেসি। কিন্তু সম্ভব হয়নি। খেলতে গিয়েছেন ইন্টার মায়ামিতে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজেই এ কথা জানিয়েছেন এমএল টেন। আগামী বিশ্বকাপ নিয়েও নিজের পরিকল্পনা জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।লিয়োকে মেসি তৈরি করার পিছনে বার্সেলোনার অবদান অজানা নয় ফুটবল বিশ্বের। মেসি নিজেও নিজের ফুটবলজীবনে বার্সার অবদান কখনও অস্বীকার করেননি। বার্সেলোনার সমর্থকদের মনে মেসি যেমন এখনও অমলিন, তেমনই মেসির হৃদয়েও আলাদা জায়গা রয়েছে স্পেনের ক্লাবটির। পিএসজি থেকে তিনিও ছোটবেলার ক্লাবে ফিরতে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু পারেননি।ছোটবেলার ক্লাবে ফিরতে না পারলেও আগামী বিশ্বকাপ খেলার আশা এখনও ছাড়েননি মেসি। আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি এবং অন্য ফুটবলারেরাও চান, মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলুন। যদিও মেসি নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। আর্জেন্টিনার প্রাক্তন ফুটবলার কিকে উলফের অনুষ্ঠান ‘সিম্পলি ফুটবল’এ মেসি বলেছেন, “এ বছরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে এই মরসুমের উপর। সব কিছু ঠিক থাকলে ভাবব বিশ্বকাপ নিয়ে। যদিও এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। প্রতিটি দিন ধরে এগোতে চাইছি। জানি না বিশ্বকাপ খেলার মতো জায়গায় থাকব কিনা। নিজের কাছে সৎ থাকতে চাই।” মেসি বোঝাতে চেয়েছেন, ফিট এবং ফর্মে থাকলে তবেই বিশ্বকাপে খেলার কথা ভাববেন।এই সাক্ষাৎকারেই বার্সেলোনায় ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন মেসি। তিনি বলেছেন, “বার্সেলোনায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। কারণ গোটা ফুটবলজীবন ওখানেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব হয়নি।” মেসি আরও বলেছেন, “২০২২ সালের বিশ্বকাপের পর বার্সেলোনা ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনও ক্লাবে খেলার ইচ্ছা ছিল না। ওখানেই ফিরতে চেয়েছিলাম বার্সেলোনা আমরা কাছে বাড়ির মতো। আমার সব কিছু শুরু বার্সেলোনাতেই।”তা হলে কেন ফিরলেন না? এ নিয়ে মেসি বলেছেন, “অনেকটা পারিবারিক কারণেই বার্সেলোনায় ফেরা হয়নি। বিশ্বকাপ জয়ের পর অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল। আমেরিকায় খেলতে আসার সিদ্ধান্তটা পারিবারিক ছিল। বলতে পারেন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মায়ামিতে এসেছি।২০২১ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন মেসি। সেখানে দু’বছর কাটিয়ে যোগ গিয়েছেন ইন্টার মায়ামিতে। মূলত ক্লাবের আর্থিক অনটনের জন্য বার্সা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন লিয়ো। ২০০৪ সালে বার্সেলোনার অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েছিলেন মেসি।

আই লিগের শেষ ম্যাচে গোকুলামকে ৩ গোল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ব্রিগেডের, ফুটবলে রাজনীতি নিয়ে সরব ক্রীড়ামন্ত্রী

মহিলাদের আই লিগ জয় আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। শুক্রবার ক্লাবের মাঠে গোকুলাম কেরলকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করলেন লাল-হলুদের মহিলা ফুটবলারেরা। খেলার পর রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের সঙ্গে আই লিগ ট্রফি গ্রহণ করেন।কোচ অ্যানহনি অ্যান্দ্রুজকে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবলারেরা কথা দিয়েছিলেন, জয় দিয়েই আই লিগ শেষ করবেন তাঁরা। কথা রেখেছেন আশালতা, সৌম্যা, পান্থইরা। শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল প্রাধান্য রেখে গোকুলাম এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। প্রথমার্ধেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লাল-হলুদের প্রমীলা ব্রিগেড। ঘানার এলসাদ্দাই ২টি ও সৌম্যা গুগুলথ ১টি গোল করেন। খেলা শেষ হওয়া পর ফুটবলারদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীও আই লিগ ট্রফি গ্রহণ করেন। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত পাল।মহিলা দলের শেষ ম্যাচ দেখতে শুক্রবার প্রায় ভরে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল মাঠের গ্যালারি। দর্শকদের মধ্যে ছিল স্কুলের প্রচুর ছাত্রছাত্রীও। ঠাকুরপুকুরের সেভ দ্য চিলড্রেন্স হোমের মেয়েদের হাতে ফুটবল তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ। ছিল ঢাকের আয়োজনও। সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে ছিল উৎসবের আবহ।

আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মহিলা দলকে এ দিনই সংবর্ধিত করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বিজয়ী দলের ফুটবলারদের হাতে ১২ লাখ টাকার চেক এবং প্রত্যেকের হাতে হাতঘড়ি তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া। ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ প্রণব দাসগুপ্ত, সহ সভাপতি কল্যাণ মজুমদার, সাধারণ সচিব রূপক সাহা, দেবব্রত সরকার, রজত গুহ। মহিলা দলের জন্য নতুন বাসের ব্যবস্থা করা হবে বলে এ দিন ঘোষণা করেন ক্লাব সভাপতি ।অনুষ্ঠানের পর ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, “ফুটবলে বাংলা যে ভারত সেরা, তা আবার প্রমাণ হল। বাংলা এ বার সন্তোষ ট্রফি জিতেছে। মোহনবাগান আইএসএল লিগ শিল্ড এবং কাপ জিতেছে। ডায়মন্ড হারবার এফসি আই লিগ টু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলও আই লিগ জিতল। তবে দুর্ভাগ্যের হলেও ফুটবলের কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৈরিকীকরণ দেখা যাচ্ছে।

আইএলএস কাপের ফাইনালে রাজ্যে ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আজও সরকারি ভাবে ফেডারেশন আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। খেলার মাঠে রাজনীতি ঠিক নয়।” অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম কর্তা দেবব্রত বলেন, “এ বার মহিলা দল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হল। আগামী বছর পুরুষ দলও চ্যাম্পিয়ন হবে।

সহকারী কোচকে তাড়িয়ে অন্য দু’জনের চাকরি বাঁচিয়েছেন গম্ভীর ! কারা থেকে গিয়েছেন ভারতীয় দলে ?

কোচ গৌতম গম্ভীরের হাত ধরেই ভারতীয় দলে সহকারী কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন অভিষেক নায়ার। কিন্তু সেই নায়ারের চাকরি যাওয়ার সময় কোনও বাধা দেননি গম্ভীর। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, গম্ভীর ব্যস্ত ছিলেন অন্য দুই কোচের চাকরি বাঁচাতে।ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হার এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে পরাজয়। ভারতীয় টেস্ট দলের এই দুই হার মেনে নিতে পারেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেও তাই চাকরি গেল সহকারী কোচ নায়ারের। সেই সঙ্গে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গম্ভীরের হাত ধরে ভারতীয় দলে আসা নায়ারের চাকরি বাঁচানোর চেষ্টাই করেননি কোচ। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, “নায়ারকে বহিস্কার করার কথা বলায় কোনও আপত্তি করেননি গম্ভীর। রায়ান টেন দুশখতে এবং মর্নি মর্কেলের চাকরি বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি। কোনও ভাবেই এত তাড়াতাড়ি ওদের তাড়াতে রাজি ছিলেন না গম্ভীর।”গত বছর জুলাইয়ে ভারতীয় দলের কোচ হন গম্ভীর। সেই সময়ই নায়ার, দুশখতে এবং মর্কেলকে সহকারী হিসাবে নিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু আট মাসের মধ্যেই চাকরি গেল নায়ারের। দিলীপ ফিল্ডিং কোচ হিসাবে আগে থেকেই ছিলেন। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর রাখেনি বোর্ড। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর রাখা হয়নি স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেসাইকেও। তাঁরা গত তিন বছর ধরে দলের সঙ্গে ছিলেন।

সূত্রের খবর, বোর্ডের তরফে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলা হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নায়ারকে খুশি ছিলেন না। সেই কারণেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরিয়ে দেওয়া হয় নায়ারকে। আপাতত তাঁর বদলি হিসাবে কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি। ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন দুশখতে। স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ হিসাবে আনা হতে পারে আদ্রিয়ান লে রোক্সকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অধিনায়ক থাকার সময় তিনি ভারতীয় দলের দায়িত্বে ছিলেন।

শনিবার নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা বিজেপির প্রাক্তন প্রভারী মহেশ শর্মার সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

গড়িয়া পুজা উপলক্ষ্যে এডিসির শুভেচ্ছা

খুমুলুঙ, ১৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা গরিয়া পূজা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর সুখসমৃদ্ধি কামনা করে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে দ্রুত উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকবে বলে শ্রীদেববর্মা শুভেচ্ছা বার্তায় আশা ব্যক্ত এদিকে পৃথক পৃথক বার্তায় গরিয়া পূজা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা।

রাজ্য সরকার সব ধর্মের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আজ উদয়পুরে এক কল্যাণ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। উদয়পুর স্পোর্টস গ্রাউন্ডে এই শোভাযাত্রার সূচনা করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। এই কল্যাণ শোভাযাত্রা সেন্ট্রাল রোড, নিউ টাউন রোড হয়ে নজরুল গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। গোমতী জিলা পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ, গোমতী জেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই কল্যাণ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রার সূচনা করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্য সরকার সব ধর্মের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এই ধরণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ১৪৩২ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানান। তিনি রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সার্বিক কল্যাণ কামনা করেন।

কল্যাণ শোভাযাত্রায় গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা নাগ সহ অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রায় ৫৯টি সাংস্কৃতিক সংস্থা ও বিদ্যালয়, ক্লাবের সদস্য-সদস্যা, শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এক বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় জিলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের বিষয়ে বার্ষিক পুস্তিকার মলাট উন্মোচন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা মেঘা জৈন এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল জিলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন। সভায় জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বলেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ও জনকল্যাণমুখী করার জন্য সরকারি প্রকল্পগুলির সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে হবে। জেলার প্রতিটি গ্রামের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জিলা পরিষদ কাজ করছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিদ্যুৎ পরিষেবা, পানীয়জল সংযোগ প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়।

যান দুর্ঘটনায় আহত পুলিশ কনস্টেবল বাবা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্র এবং তার পিতা। আজ চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে ৮ নং জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনায় এলাকাবাসী দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পুলিশ কনস্টেবল শ্যামল দেবনাথ তার কর্মক্ষেত্রে বাইক দিয়ে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী এবং ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেয়। হঠাৎ করে চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে এসে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে।একটি ম্যাক্স গাড়ি হঠাৎ করে ব্রেক দেওয়ায় সেই গাড়ির পেছনে গিয়ে বাইকের সংঘর্ষের ফলে তার ছেলে সায়ন দেবনাথ মারাত্মক ভাবে আহত হয়। হাত পা কেটে যায় একটি পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। পুলিশ কনস্টেবল শ্যামল দেবনাথের হাত ও কেটে যায়। এলাকাবাসী দৌড়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং বিশালগড় দমকল বাহিনীকে খবর দিলে তারা ছুটে এসে তাদেরকে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে আধুনিক ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবার শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ এপ্রিল: এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটলো আজ। কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার মাননীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী আজকের দিনটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "এক সময় কল্যাণপুর ছিল রাজ্যের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য মানুষকে রাজধানী আগরতলার উপর নির্ভর করতে হতো। তবে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণপুরেও চিকিৎসা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।"তিনি জানান, রাজ্যের নির্বাচিত ১৮টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মডার্ন ল্যাব চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে কল্যাণপুরও একটি। এই প্রকল্পে স্থান পাওয়ায় বিধায়ক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য সরকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাজা জমাতিয়া, কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডঃ সন্দীপ চক্রবর্তী এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী নিতাই বল সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিবৃন্দ জানান, এই আধুনিক ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা কল্যাণপুরের চিকিৎসা পরিকাঠামোয় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই পরিষেবা সাধারণ মানুষকে দ্রুত এবং সঠিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই।

লেম্বুছড়া হাই স্কুলের সামনে ২০৮ নং জাতীয় সড়কের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: লেম্বুছড়া হাই স্কুলের সামনের রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে, যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে চালকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন। অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার দাবিতে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ নাগরিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দেড়বছর আগে সমাপ্ত হওয়া ২০৮ নং জাতীয় সড়ক খোয়াই থেকে কমলপুর যাওয়ার পথে লাম্বুছড়া হাই স্কুলের সামনে বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তা ভেঙ্গে বড় বড় গর্ত হওয়ার কারণে যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে চালকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন। তাছাড়া, পথচারী, বাজারে নিত্যযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী,এবং বিভিন্ন রোগীরাও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার জানানো হয়েছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ এপ্রিল: সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল শান্তির বাজারবাসী। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল থেকে শান্তির বাজারে শহর এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল গ্রাহক। সারাদিন থেকে রাতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন শান্তির বাজার শহর।শান্তির বাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।বিদ্যুৎ দপ্তর শীত ঘুমে আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিরাশা জনক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ভুক্তভোগী বিদ্যুৎগ্রাহকরা। অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন।

২১ এপ্রিল থেকে দু''দিনব্যাপী গড়িয়া ও বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: দু''দিনব্যাপী গড়িয়া ও বর্ষবরণ উৎসব-২০২৫ আগামী ২১ ও ২২ এপ্রিল আগরতলাস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, আগরতলা পুরনিগম ও পানতীয় স্পোর্টিং সোসাইটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সমবায় ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন ও রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। অনুষ্ঠানে গড়িয়া পূজা সহ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে খোলা হবে চিরাচরিত খাবারের দোকান। দু''দিনের এই উৎসবে জাতি জনজাতি শিল্পীদের দ্বারা গড়িয়া, গাজন, মামিতা, লেবাংবুমানি, রবীন্দ্রসংগীত, লোকনৃত্য, জাদুকলিজা পরিবেশিত হবে।

বিলোনিয়ায় বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রাংশ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ এপ্রিল: আজ বিনামূল্যে বিলোনিয়া সাড়াসীমা বিবেকানন্দ কলোনীস্থিত কৃষি সেন্টারে কৃষি যন্ত্রাংশ বিতরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৯৭ জন কৃষক বেনিফিশিয়ারির হাতে তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগন,কৃষকদের সাবলম্বন ও কৃষকের আয় দ্বিগুণ করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সুবিধা দিতে সদা সচেষ্ট। সেই লক্ষ্য নিয়ে দক্ষিণ জেলার ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের বিভিন্ন গাঁও সভার ৯৭ জন কৃষক বেনিফিশিয়ারির হাতে মিনি ট্রাক্টর ও স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয় দক্ষিণ জেলা পরিষদের উদ্যোগে। এস এনএমএএন প্রকল্প থেকে ২৭ টি মিনি ট্রাক্টর ও ৫২ টি স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়। দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত সহ কৃষি দপ্তরের আধিকারিক এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষক বেনিফিশিয়ারিদের হাতে তুলে দেন অতিথিগন। আলোচনা রাখতে গিয়ে দক্ষিণ জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, দক্ষিণ জেলার সাতটি ব্লকেই বিতরন করা হবে কৃষি যন্ত্রাংশ।

তিনটি বিরল লজ্জাবতী বানর উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ এপ্রিল: শনিবার সকালে ত্রিপুরার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার নোয়াগাঁও আমিটিলা এলাকায় তিনটি বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, সকালে এলাকাবাসী একটি রাবার বাগানে অচেনা ধরনের তিনটি প্রাণী দেখতে পান। প্রাণীগুলোর গতিবিধি দেখে তারা বন দপ্তরে খবর দেন। পরে বন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেগুলিকে উদ্ধার করেন।

বন দপ্তরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া প্রাণীগুলি বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর, যেগুলি আন্তর্জাতিকভাবে বিপন্ন তালিকাভুক্ত।

বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, "এই ধরনের বানর আমাদের রাজ্যে খুবই বিরল। কীভাবে এরা এখানে এলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন দপ্তরের হেফাজতে তাদের চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে একদিকে যেমন কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বন দপ্তরের তৎপরতা নিয়েও প্রশংসা চলছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বনজ প্রাণীদের প্রতি জনসচেতনতা বাড়ানো এবং তাদের রক্ষা করা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩০০ মিটার গভীর খাদে গাড়ি, মৃত ৫

দেহরাদুন , ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার গভীর রাতে উত্তরাখণ্ডে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ৩০০ মিটার গভীর খাদে গাড়ি পড়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়।ঘটনাটি ঘটেছে চামোলি জেলার গোপেশ্বর এলাকার বিরহি-নিজমুলা ঘাটির কাছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনায় নিহত ৫ জনেরই পরিচয় শনাক্ত করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাড়িতে থাকা ৫ জন ব্যক্তি পগনা গ্রামে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হরমনি গ্রামে ফিরছিলেন। রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজমুলা ঘাটির কাছে প্রায় ৩০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , মৃতদের মধ্যে ৪ জন গুলিম গ্রামের ও একজন উত্তরাঁও ডিডোলি গ্রামের বাসিন্দা।

পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল : শনিবার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ত্রিপুরা গভর্মেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ত্রিপুরা গভমেন্ট পেনশনাস অ্যাসোসিয়েশনের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও সুবর্ণ জয়ন্তী সমাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে। উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র সহ সংগঠনের কর্মকর্তারা। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সেগুলো সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সোনামুড়া-মেলাঘর সড়কের সংস্কারের কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: যাতায়াতের সুবিধার্থে চলতি অর্থবছরে পূর্ত (সড়ক ও গৃহ নির্মাণ) দপ্তরের আওতায় সোনামুড়া মহকুমা এলাকার সোনামুড়া থেকে মেলাঘর পর্যন্ত প্রধান সড়কের (১০.৪৫০ কিলোমিটার) অবকাঠামোর উন্নতিসহ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। এই কাজে আনুমানিক ব্যয় হবে ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৪ টাকা। পূর্ত দপ্তরের সড়ক ও গৃহ নির্মাণ সংস্থার সোনামুড়া সাব-ডিভিশন কার্য্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় ক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন অফার কালিকা জুয়েলার্সে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: অক্ষয় তৃতীয়ায় ক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন অফার নিয়ে এল কালিকা জুয়েলার্স।শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে জুয়েলারি ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে ২১শে এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত কালিকা জুয়েলার্সে নিয়ে এসেছে চমকভরা অফার।বৈশাখ মাস মানেই উৎসব মুখর মাস। বাংলা নববর্ষ-নতুন দিন-নতুন আশা-নতুন পার্বন। এর রেশ কাটতে না কাটতেই এরই মধ্যেই চলে এল পুণ্য তিথি অক্ষয় তৃতীয়া।

অক্ষয় তৃতীয়া হল বাংলার ঘরে পুণ্য পার্বনের দিন। এই তিথিকে কেন্দ্র সকলে মেতে ওঠে উৎসবে। আগরতলা শহর সহ রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পালন করা হয় অক্ষয় তৃতীয়া। রাজ্যে-বহিঃরাজ্যে ব্যবসায়ীদের দোকানে চলে পূজা-পার্বন। স্বর্ণ প্রতিষ্ঠানে চলছে নানারকম প্রস্তুতি গ্রাহকদের জন্য নানান অফারের ছড়াছড়ি।

প্রচলিত আছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্বর্ণ কেনা কাটা করলে সৌভাগ্য লাভ হয়। ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করেন। স্বর্ণ অক্ষয় হয়ে থাকে। ক্রেতাদের ভাবনার কথা মাথায় রেখে কালিকা জুয়েল এক ঝাঁক অফার। হালকা থেকে ভারী গয়নার লেটেস্ট ডিজাইনের স্বর্নালঙ্কার নিয়ে অক্ষয় তৃতীয়ায় হাজির হয়েছে কালিকা জুয়েলার্স। শনিবার তাদের দোকানে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত তুলে ধরেন মৃন্ময় চৌধুরী।১৫ গ্রাম স্বর্নালঙ্কার কেনা কাটার সাথে থাকছে ১টি স্বর্ণমুদ্রা। এর নীচে সকল ক্রেতাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত উপহার।

এছাড়াও রয়েছে গয়নার মজুরীতে ২০ỿ ছাড়। তাছাড়া প্রতিদিন ৩জন নির্বাচিত ক্রেতা পাবেন ১টি করে ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্স।অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে ২জন নির্বাচিত ক্রেতা পাবেন ১টি করে স্কুটি। অবশ্যই মেগা ড্রায়ের মাধ্যমে তাদের নির্বাচন করা হবে। অফার চলবে ২১শে এপ্রিল থেকে -১লা মে মাত্র ১১ দিন। সকল ক্রেতাদের এই সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি।

দেশে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): দেশে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে সরকার। জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। বিশ্ব লিভার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শনিবার নতুন দিল্লিতে ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড বিলিয়ারি সায়েন্সেস কর্তৃক আয়োজিত হেলদি লিভার - হেলদি ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় অমিত শাহ বলেছেন, '২০২০ সালের মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত আমার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘুম, জল, খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত ব্যায়াম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এখন আমি আপনাদের সামনে যে কোনও ধরণের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ এবং ইনসুলিন থেকে মুক্ত দাঁড়িয়ে আছি।'অমিত শাহ বলেছেন, 'দেশের যুবসমাজকে আরও ৪০-৫০ বছর বাঁচতে হবে এবং দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে হবে। আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা নিজেদের শরীরের জন্য দুই ঘণ্টা ব্যায়াম এবং তাঁদের মস্তিষ্কের জন্য ছয় ঘণ্টা ঘুম বরাদ্দ করুন। এটি অত্যন্ত কার্যকর হবে। এটি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, আমি আজ এখানে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে এসেছি।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১১ বছরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৪ সালে ৩৭ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে এক লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে ভারতে ৭টি এইমস ছিল, যা এখন ২৩টিতে উন্নীত হয়েছে। অমিত শাহ উল্লেখ করেন, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৮৭ থেকে বেড়ে ৭৮০ হয়েছে। নাগরিকদের মধ্যে লিভারের রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরে অমিত শাহ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়ামের উপর বিশেষ জোর দেন। দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা এবং মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাক্সেনা উল্লেখ করেন, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে দিল্লির নতুন সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের ট্রেজারি কেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, দেশের রাজধানী দিল্লি কেবল দিল্লির জনগণের চিকিৎসার জন্য নয়। সারা দেশ এবং বিশ্বের মানুষ এখানে ভালো এবং উন্নত চিকিৎসা পেতে আসেন, উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী গুপ্তা বলেন, স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করা সরকারের জন্য আরও বড় দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

আজ পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে সাংগঠনিক জেলা আয়োজিত সংবিধান রচয়িতাডঃ বি আম্বেদকর সম্মান সভায় অংশগ্রহণ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas